CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 08 July 2021 ■ আগরতলা ০৮ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ২৩ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্য থেকে এই প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ঠাঁই

ত্রিপুরার ইতিহাসে চমক, রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। ছোট্ট পার্বত্যরাজ্য ত্রিপুরা। মাত্র ৩৭ লক্ষ জনগণের বসবাস। এই রাজ্য থেকে সাংসদ হয়েছেন অনেকেই। কিন্তু কেউই স্বপ্নেও ভাবেননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পাবে ত্রিপুরা। ঘোর কাটিয়ে স্বপ্নকে সত্যি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ত্রিপুরায় প্রথমবারের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দায়িত্ব পেয়েছেন সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে। স্বাভাবিকভাবেই আজকের দিনটি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তুখোড় রাজনীতিবিদ এবং প্রচণ্ড পরিশ্রমের বিনিময়েই আজ প্রতিমা দেবীর সাফল্য, তা অকপটে স্বীকার করলেন তাঁর জন্মদাত্রী মা কানন ভৌমিক। সমাজসেবা এবং রাজনীতি নিয়েই জীবন, সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জানালেন তিনি।

একেই হয়-তো বলে বিধিলিপি। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন প্রতিমা ভৌমিক। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ২০ বছরের মুখ্যমন্ত্রী তথা পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ মানিক সরকার। নির্বাচনে প্রতিমা ভৌমিকের পরাজয় হয়-তো সেদিন স্থির হয়েছিল তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবেন। কারণ, ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হন তিনি। বিপুল ভোটে তিনি জয়ী হয়েছেন। এর পর থেকেই রাজনীতির অলিন্দ্যে শুধুই গুঞ্জন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হচ্ছেন তিনি। অবশেষে, মোদী-২ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা বিস্তারে প্রধানমন্ত্রী তাঁর অন্যতম সৈনিক হিসেবে বেছে নিলেন প্রতিমা ভৌমিককে।

১৯৬৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর অধুনা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বড়নারায়ণপুরে জন্মগ্রহণ করেন প্রতিমা ভৌমিক। তাঁর বাবা প্রয়াত দেবেন্দ্র কুমার ভৌমিক পেশায় কৃষক ছিলেন। তাঁর মা কানন ভৌমিক গৃহকর্ম সামলাতেন। অত্যন্ত গরিব পরিবারে জন্মালেও পড়াশুনা চালিয়ে গেছেন তিনি। ১৯৯১ সালে আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয় থেকে তিনি বায়ো-সায়েন্সে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯২ সালে তিনি বিজেপি-তে যোগ দেন। তার পর থেকে দলের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সাথেও নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। সংঘের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

বুধবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে প্রতিমা ভৌমিককে শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি যুবমোর্চার দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রীর গুরুদায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করেছেন। ২০১৬ সালের ৬ জানুয়ারি তিনি প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে ২০১৮ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ বছরের দীর্ঘ বাম শাসন উৎখাতের পেছনে তাঁর অন্যতম বড় ভূমিকা ছিল। তবে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি জয়ী হতে পারেননি। কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি তিনি। দলেরও তাঁর প্রতি অগাধ আস্থা ছিল। ফলে, লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বাছাই করে দল। এর পর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি প্রতিমাকে। লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হন তিনি। প্রতিমা ভৌমিক ৫,৭৩,৫৩২ ভোট পেয়েছিলেন। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি সংসদ অধিবেশনে ত্রিপুরার উন্নয়নে একাধিক দাবি তুলে ধরেন। তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতা দেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে লোকসভার সচেতক হিসেবে বাছাই করেন। এছাড়া তিনি লোকসভায় দুটি কমিটির সদস্য হয়েছেন।

জনদরদি হিসেবেও প্রতিমা ভৌমিক সর্বজনবিদিত। অসম বন্যায় তিনি সাহায্য স্বরূপ তাঁর প্রথম মাসের বেতন দান করেছেন। ত্রিপুরায় করোনাকালে কঠোর পরিশ্রমের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন তিনি। রোগীদের খোজ খবর নেওয়ার জন্য স্বয়ং পিপিই কিট পরিধান করে কোভিড ওয়ার্ডে গিয়েছেন। করোনা আক্রান্তদের মনোবল বাড়িয়েছেন। এছাড়া, রাজ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলের মানুষের বিপদে ছুটে গেছেন তিনি। তাই, ত্রিপুরায় তিনি সকলের "দিদি" হিসেবে পরিচিত।

কেন্দ্রের ১২ জন মন্ত্রীর পদত্যাগ

নয়াদিল্লী, ৭ জুলাই।। আট হেভিওয়েট মন্ত্রী সহ ১২ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন। পদত্যাগী মন্ত্রিরা হলেন, ডিভি সদানন্দ গৌড়া, রবি শঙ্কর প্রসাদ, থাওয়র চন্দ গেহলট, রমেশ পোখরিয়াল 'নিশাঙ্ক', ডাঃ হর্ষবর্ধন, প্রকাশ জাবরেকর, সন্তোষ কুমার গঙ্গোয়ার। তাছাড়াও পদত্যাগ করেছেন, বাবুল সুপ্রিয়, ধুত্রি সঞ্জয় শ্যামরাও, রত্তন লাল কাটারিয়া, প্রতাপ চন্দ্র সারাঙ্গি এবং দেবশ্রী চৌধুরী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব উত্তর পূর্বাঞ্চলের করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন

নয়াদিল্লি, ০৭ জুলাই।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির করোনা পরিস্থিতি নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির করোনা পরিস্থিতি এবং সক্রিয়ভাবে আক্রান্তের সংখ্যা ও হার ছাড়াও টিকাকরণের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, দশ শতাংশের বেশি সক্রিয়ভাবে আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে এরকম দেশের ৭৩ টি জেলার মধ্যে ৪৬টি জেলাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাজ্যগুলিতে রয়েছে। যেখানে নির্দেশিকা অনুযায়ী কঠোরভাবে বিধি নিষেধ আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গত ২৯ জুন, ২০২১ জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, করোনা অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতে পাঁচটি পর্যায়ের কৌশল অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে।

এগুলি হচ্ছে, নমুনা পরীক্ষা, দিক ঠিক রাখা, চিকিৎসা পরিষেবা, টিকাকরণ এবং করোনা উপযুক্ত আচরণ। পূর্বাঞ্চলের সব কটি রাজ্য এবং দেশের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলিকে কঠোরভাবে করোনা সম্পর্কিত বিধি নিষেধ মেনে চলার জন্য বৈঠকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

আজকের এই বৈঠকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি ছাড়াও সমস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য সচিব, পুলিশের মহানির্দেশক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব এবং নীতি আয়োগ ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বড় রদবদল হল মোদী মন্ত্রিসভায় ১৫ জনকে ছেঁটে ফেলে ৩৬ নতুন মুখ

।। **অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ৭ জুলাই।।** বড় রদবদল হল মোদী মন্ত্রিসভায়। ২০১৯ সালে দ্বিতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় আসার পরে ৫৩ জনের মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২ বছর পরে মন্ত্রিসভায় বদল করলেন তিনি। এক দিকে যেমন অনেকে বাদ গেলেন, তেমনই অন্য দিকে জায়গা পেলেন অনেকে। প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্বও পেলেন অনেকে। মোদীর নতুন মন্ত্রিসভায় সদস্য সংখ্যা বেড়ে হল ৭৪। পুরনো মন্ত্রিসভা থেকে বাদ গেলেন বাবুল সুপ্রিয় ও দেবশ্রী চৌধুরী। বাবুল ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী। অন্য দিকে দেবশ্রী ছিলেন মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী। বাংলা থেকে নতুন জায়গা পেয়েছেন ৪ জন। তাঁরা হলেন শান্তনু ঠাকুর, নিশীথ প্রামাণিক, সুভাষ সরকার ও জন বার্লা।

শপথ নেওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই দফতর বণ্টনও সম্পন্ন। সকালে একের পর এক হেভিওয়েটের ইস্তফার মতোই মন্ত্রকের দায়িত্বের ঘোষণাতেও চমক। পীযূষ গোয়েলের হাত থেকে রেলমন্ত্রকের দায়িত্ব গেল অশ্বিনী বৈষ্ণব। পীযূষ গোয়েল পেলেন বস্ত্র মন্ত্রকের দায়িত্ব। অনুরাগ ঠাকুর পেলেন তথ্য-সম্প্রচার ও ক্রীড়া মন্ত্রক। এছাড়া বস্ত্র বাদ গেলেও স্মৃতি ইরানির হাতে রইল নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দায়িত্বে হর্ষবর্ধনের জায়গায় এলেন মনসুখ মাণ্ডবী। এর আগে পোর্ট, শিপিং এবং জলসম্পদ, রাসায়নিক মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রীকে সেখান থেকে সরিয়ে কোভিডকালে দেওয়া হল স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দায়িত্ব। হরদীপ সিং পুরীর হাত থেকে অসামরিক বিমান পরিবহনের দায়িত্ব গেল জ্যোতিরাদিত সিন্ধিয়ার কাছে। এর সঙ্গেই যুব শক্তি মন্ত্রকের দায়িত্বও পেলেন মধ্যপ্রদেশের সাংসদ। সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন মীনাক্ষী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইউসুফ থেকে দিলীপ কুমার ছয় দশকের রাজত্বের অবসান শোকের আবহ সমস্ত মহলে

● বিস্তারিত আটের পাতায়

পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুইজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর, ৭ জুলাই।। আগরতলা খোয়াই সড়কের মোহনপুর চৌমুহনীতে বুধবার একটি ওয়াগনার ও বাঁশ বোঝাই লরির মধ্যে সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রে হতাহতের কোনো সংবাদ নেই। আগরতলা -খোয়াই সড়কের মোহনপুর খোয়াই চৌমুহনীতে বুধবার দিন দুপুরে ঘটে যান দুর্ঘটনা।

জানা যায়, এই সড়ক ধরে টি আর ০৪ সি ০৭৩২ নম্বরের একটি ওয়াগনার গাড়ি খোয়াইয়ের দিকে যাবার সময় উল্টোদিক থেকে আসা টি আর ০১ জেট ১৭৬৯ নম্বরের বাঁশ বোঝাই লরির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।তাতে ঘটে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সিধাই থানার পুলিশ।পুলিশ অফিসার জাবেদা রিয়াং জানান, গাড়ি দুটো সড়কের পাশে থাকলেও আহত কোন ব্যাক্তি কিংবা গাড়ির চালক কাউকেই পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার পরপরই তারা গাড়ি ফেলে পালিয়ে গেছে। চালকদের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করছে পুলিশ। পুলিশ এ ব্যাপারে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে দৈনিক মৃত্যু বেড়ে ৯৩০ কোভিডে আক্রান্ত ৪৩,৭৩৩ জন

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি.স.)।। ভারতে আরও ৯৩০ জনের প্রাণ কেড়ে নিল মারণ করোনাভাইরাস। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৯৩০ জনের, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩,৭৩৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪৭,২৪০ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.১৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩,৭৩৩ জন, সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে গিয়ে ৪,৫৯,৯২০-এ পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন ৯৩০ জন করোনা-রোগী। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৪,৪৩৭ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.৫০ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভারতে ৩৬-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৩৬,১৩,২৩,৫৪৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ পুনরায় স্থাপনের দাবী জানাল বাঙালী ছাত্র যুব সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিসৌধটি পুন স্থাপনের দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ।

রাজধানী আগরতলা শহরের সৌন্দর্যায়নের অজুহাতে ইতিপূর্বে কামান চৌমুহনী থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী কামান তুলে নেওয়া হয়েছে। অতিসম্প্রতি পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ ভেঙে ফেলা হয়েছে। সরকার ও প্রশাসনের এ ধরনের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ। সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় অবিলম্বে স্মৃতিসৌধ স্থাপন করতে হবে।

বুধবার পশ্চিম জেলার জেলা শাসক অফিসে এ বিষয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

দাবি করা হয়েছে ত্রিপুরার এছাড়া আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে বসানো নেতাজির মূর্তি, শহীদ ক্ষুদিরামের মূর্তি, বাঙালি মনীষী সহ অন্যান্য মনীষীদের মূর্তি ও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহু মুক্ত হল বিজ্ঞান গ্রাম, তিন বছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আজ আগরতলা বিজ্ঞান গ্রামের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা অনিমেষ দাস, ইঁনিয়ার ইন চিফ দীপক দাস, চিফ ইঞ্জিনিয়ার (রোড এণ্ড বিল্ডিং) সঞ্চিতা দাস, সুপারিন্টেণ্ড অফ ইঞ্জিনিয়ার নিরোদ শর্মা সহ অন্যান্য বাস্তুকার এবং আধিকারিকগণ।

পরিদর্শনকালে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মা বিজ্ঞান গ্রামের প্রতিটি ইউনিটের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি নির্মিয়মান কাজের অগ্রগতি নিয়েও পর্যালোচনা করেন। পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, বিজ্ঞান গ্রাম ত্রিপুরার জন্য একটি মাইলস্টোন এবং এটি একটি সম্পর্ণ নতুন প্রকল্প। ২০১৩ সালে কাজ শুরু হলেও ২০১৭ সালে এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়। তিনি বলেন, প্রথমে ৮০ কোটি এবং বর্তমান সরকারের আমলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৭৪ কোটি টাকার ব্যবস্থা করে আবার কাজ শুরু হয়। পর্যালোচনার মাধ্যমে নানা সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তিনি কাজের গতি বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বি'ান বর্তমানে আমাদের জীবন প্রণালীর সঙ্গে যুক্ত। বি'ান গ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

শ্রী দেববর্মা বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অভি'তা সহ গুণগত শিক্ষা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। পাঠ্যবই থেকে পড়য়ারা জানতে পারবে, আর বি'ান গ্রাম থেকে তারা সরাসবি বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা লাভ করবে। তিনি আরও বলেন, সংস্কৃতির জন্য আমাদের নজরুল কলাক্ষেত্র রয়েছে। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্র যারা গবেষণা করে তাদের জন্য এটি খুব উপযোগী হয়ে উঠবে। এখানে একটি বিজ্ঞান উদ্যানও তৈরি হবে। তিনি জানান, আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে এর নির্মাণ কাজ শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে।

দ্বিতীয় দিনেও পুলিশ বাধা দিল চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনেও পুলিশ বাধা দিয়েছে। আন্দোলন কর্মসূচি বানচাল করে পুলিশ আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করেছে। তাতে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে খয়েরপুরে পল্লীমঙ্গল স্কুল সংলগ্ন এলাকায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান করতে গিয়ে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়।

তাদেরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয়নি। সেখান থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে এডি নগর পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়। আন্দোলনকারী শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পুলিশের এ ধরনের কার্যকলাপ এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জাপান বিভিন্ন এলাকায় সভা-সমাবেশ মিছিল-মিটিং করছে তখন তাদেরকে পুলিশ বাধা দিচ্ছে না। অথচ ১০৩২৩ শিক্ষকরা চাকরির দাবিতে যখন গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে চাইছে এবং সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে চাইছে তখনই পুলিশ তাদের বাধা দিচ্ছে।

এ ধরনের কার্যকলাপ এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

তিন দফা দাবিতে তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। দাবিগুলো হলো চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের পুনরায় চাকুরীতে নিযুক্ত করতে হবে, যেসব চাকুরীরত শিক্ষক শিক্ষিকার মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারে ডাই ইন হার্নেস প্রকল্পে চাকরি প্রদান করতে হবে এবং যাদের ব্যাংকের ঋণ রয়েছে তাদের কিস্তির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা যাবে না।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২৫৮ ◘ ৮ জুলাই
২০২১ ইং ◘ ২৩ আষাঢ় ◘বৃহস্পতিবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রতিমা

রাজ্যের মেয়ে স্থান পাইয়াছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। রাজ্যবাসী এই গৌরবান্বিত ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী রইলেন। রাজ্য ও রাজ্যবাসীর মনে আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। ত্রিপুরার সিপাহী জলা জেলার মোহনভোগ গ্রামে এক কৃষক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন রাজ্যের কৃতিসন্তান প্রতিমা ভৌমিক। ছোটবেলা থেকেই রাজনীতির সংস্পর্শে আসিয়াছেন। আগরতলা মহিলা কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। দেশ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিবার নিমিত্তে সংসার জীবনে আবদ্ধ হন নাই তিনি। পঞ্চাশোর্ধ প্রতিমা ভৌমিক ছোটবেলা থেকেই সমাজসেবা ও দেশসেবার স্বপ্ন দেখিতেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা আসন থেকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হইয়াছেন প্রতিমা ভৌমিক। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পরও তাহার মধ্যে কোন ধরনের গরিমা কিংবা আত্মবিলাসিতা তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নাই। হাতে গোনা কয়েক দিন আগেও তিনি রাজধানী আগরতলা শহরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া রিস্কা চালক দিনমজুর শ্রমিকসহ বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করিয়াছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে জনগণকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রচেষ্টার কোন অন্ত ছিলনা। একজন প্রকৃত জননেতা কিংবা নেত্রী হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি তাহার নিজের যোগ্যতাতেই দেশের প্রধানমন্ত্রীর নজর কাড়িয়াছেন। ত্রিপুরার মতো ছোট্ট রাজ্য হইতে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এটি শুধু সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এর কৃতিত্ব নয়, নিঃসন্দেহে গোটা রাজ্যের এবং রাজ্যবাসীর কৃতিত্ব। বৃহস্পতিবার সম্প্রসারিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিককে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে। রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা তিনি তাঁহার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার মধ্য দিয়া কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়া রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করিবেন। পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করিবার খবর ছড়াইয়া পড়িতেই গোটা রাজ্যে খুশির বন্যা বইতে শুরু করিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে বাজি পটকা ফাটিয়ে আনন্দ উল্লাসে মত্ত হইয়াছেন অনেকেই। আনন্দ উল্লাসে মত্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক।কেননা ইতিপূর্বে রাজ্যের কোন সন্তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান পায় নাই। প্রতিমা ভৌমিক একমাত্র রাজ্যের সন্তান যিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়া রাজ্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে তিনি তাহার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়া নিজেকে এবং ত্রিপুরা জনগণকে ধন্য করিবেন তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। তাহার এই চলার পথ সুগম হোক সেটি প্রতিটি রাজ্যবাসীর কামনা বাসনা। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী আশীর্বাদ ধন্য রাজ্যের গর্ব সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে সক্ষম হইবেন সেই বিশ্বাস ও আস্থা রাজ্যবাসীর রহিয়াছে।

৫ বছরে তৈরি হবে দেড় কোটি কর্মসংস্থান, 'আশাবাদী'রাজ্য

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যে দেড় কোটি কর্মসংস্থান তৈরির ব্যাপারে আশাবাদী রাজ্য সরকার। বুধবার পরিষদীয়মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিধানসভায় এ কথা ঘোষণা করেন।

তৃতীয় মমতা সরকারের প্রথম বাজেটেও কর্মসংস্থানে জোর দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। বুধবার বিধানসভায় অসুস্থ অমিত মিত্রর পরিবর্তে বাজেট পেশ করেন পার্থবাবু। কর্মসংস্থান তৈরির কথা তিনি দাবি করলেও এর জন্য আলাদা কোনও প্রকল্প বা বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়নি বাজেটে। কর্মসংস্থান নিয়ে ভোটের আগে একাধিকবার বিরোধীদের খোঁচা শুনতে হয়েছে রাজ্যকে। বস্তুত শুরু থেকেই রাজ্যের শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থান নিয়ে বিরোধীদের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সম্ভবত সেকারণেই মমতাকে বলতে হয়েছিল, 'এবারে ক্ষমতায় এলে ডবল ডবল চাকরি হবে।'

শুধু তাই নয় গত ৫ ফেব্রুয়ারি ভোটের আগে যে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করা হয়েছিল, তাতেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন আগামী ৫ বছরে দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। সেই ঘোষণাই এদিন বাজেট বক্তৃতায় আরও একবার তুলে ধরেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থবাবু বলেন,"৫ ফেব্রুয়ারি পেশ করা অন্তর্বর্তী বাজেটের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা আশাবাদী যে, আগামী ৫ বছরে ১.৫ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারব।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সাইকেলে বিধানসভায় বেচারাম

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : দ্রুত বাড়ছে পেট্রল -ডিজেলের দাম। কলকাতায় একশো পেরিয়েছে পেট্রল। ডিজেলও প্রায় একশোর দোরগোড়ায়। প্রতিবাদে সরব তৃণমূল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দিকে দিকে অভিনব প্রতিবাদ শাসকদলের।

বুধবার সকালে হুগলির রতনপুরের বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে বেরোন শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্না তথা সিঙ্গুরের তৃণমূল বিধায়ক বেচারাম মান্না। সঙ্গে ছিলেন কয়েকশো তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। গন্তব্য বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দেওয়া। সিঙ্গুর থেকে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ডানকুনি হয়ে কলকাতায় পৌঁছন তিনি। তাঁর সাইকেলের সামনে লেখা ছিল, "মোদীবাবু, পেট্রল বেকাবু।" এ প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন বেচারাম মান্না। তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষ সমস্যায় রয়েছেন। তাই প্রতিবাদ জানাতে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি থেকে বিধানসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত।" করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আন্দোলনে শামিল হওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

যদিও মন্ত্রী তথা বিধায়কের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে মোটেও ভাল চোখে দেখছে না বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, "জ্বালানিকে আগেই জিএসটি-র আওতায় আনার জন্য বলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তবে রাজ্য সরকার তা মানেনি। মানুষ বুঝে গেছে। তাই বেচারাম মান্না এসব নাটক করছেন।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দিলীপ কুমারের প্রয়াণে বাবুল সুপ্রিয়র শ্রদ্ধা

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : দিলীপ কুমারের প্রয়াণে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা গায়ক বাবুল সুপ্রিয়। দিলীপ কুমারের ছবি-সহ টুইটে লিখেছেন, "এক ক্রান্তি মারেগা তো হাজর ক্রান্তি পেয়েদা হোগা' ... কিংবদন্তি অভিনেতা দিলীপ কুমারের মৃত্যুতে তাঁর পরিবার এবং স্বজনদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন এবং চিরকাল হিন্দির ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতীক হয়ে থাকবেন। আরআইপি। অপর একটি টুইটে ছবি-সহ বাবুলবাবু লিখেছেন, "মহান অভিনেতা দিলীপ কুমারের প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের এক স্বর্ণযুগের সমাপতন হলো... ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

জাতীয় চিকিৎসা দিবস ও আধুনিক বাংলার রূপকার ডাক্তার বিধাচন্দ্র রায়

সুকমল দালাল

আধুনিক বাংলার অন্যতম রূপকার বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ১৮৮১ সালের ১ জুলাই পাটনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাটনাতেই শৈশব জীবন কাটান। ১৮৯৮ সালে পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে কলকাতায় চলে আসেন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের উভয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি বিদেশ থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে নানা ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দেশে ফিরে কিনা পারিশ্রমিকে দরিদ্রদের চিকিৎসা করেন এবং সামাজিক চিকিৎসক হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাঁকে স্মারণীয় করে রাখার জন্য তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিন ১ জুলাই সারা দেশজুড়ে জাতীয় চিকিৎসা দিবস পালিত হয়।

বিধানচন্দ্র রায় ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে রাজনীতিতে যোগ দেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেন। পরে কলকাতা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও কলকাতা পৌর সংস্থার মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধির ডাকে আইন অমান্য আন্দোলন যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৪২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনীত হন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী রূপে আইনসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব। ১৯৬১ সালে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত হন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও শিল্পোন্নতির প্রথম কারিগর। তিনি নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা করেন পাঁচটি নতুন শহর দুর্গাপুর, বিধাননগর,

কল্যাণী, অশোকনগর-কল্যাণগড় ও হাবড়া। তাঁর ১৪ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বকাল নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। এই কারণে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার নামে অভিহিত করা হয়।

শিল্পসমৃদ্ধ বাংলা গড়তে ত্রুটিহীন পরিকল্পনায় স্থাপন করেন দুর্গাপুর ইস্পাত নগরী। একদিকে যেমন স্থানভাবের সমস্যা দূর করেছেন, তেমনই নতুন জায়গা খুঁজে তৈরি করেছেন 'চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা। এছাড়াও মানুষের বসবাসের জন্য তৈরি করেছেন কল্যাণী উপনগরী, লেকটাউন সল্টলেক। তাঁর অন্যতম একটি পরি কল্পনা ছিল দুগ্ধ প্রকল্প। বাংলার বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। তিনি বজবজে অথবা রাজ্যের কোনও উপযুক্ত স্থানে তৈল শোধানাগার গড়তে চেয়েছিলেন। জানা যায় অসম এবং বিহারের রাজনীতিতে তা ভেস্তে যায়। দার্জিলিংয়ে দেশের প্রথম পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন তিনি। কলকাতার পর হলদিয়া বন্দর তাঁর অনুপ্রেরণায় বাস্তবায়িত হয়। ফারাক্কা ব্যারেজের মূলেও তিনি ছিলেন। সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে কিংবদন্তী পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালীকে' সরকারিভাবে প্রযোজন্য করেন তিনি। ডা. নীলরতন সরকারের কন্যা শ্রীমতী কল্যাণীর প্রতি বিধানচন্দ্র রায়ের ভালোবাসার কথা কমবেশি অনেকেরই জানা। সেই সময় ডা. নীলরতন সরকার ছিলেন ভারতবর্ষের খ্যাতনামা ডাক্তার বিধান রায়ের মতো নতুন প্রজন্মের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হননি। বিধান রায়ের নিজেকে বড় ডাক্তার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জেদ তখন থেকেই পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় বড় ডাক্তারি ডিগ্রি পাওয়া মানেই গন্তব্য লন্ডন। বড় ডাক্তার হওয়ার তাগিদে বিধান রায়কে লন্ডন যেতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে তিনি তখন ডাক্তার হয়ে গিয়েছিলেন। লন্ডনে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল ডাক্তারি শাস্ত্রে আরও উচ্চতর ডিগ্রি লাভ। কিন্তু লন্ডনে গিয়ে দেখেন ভর্তি হওয়ার তারিখ অতিক্রম হয়ে গেছে। একরাশ মন খারাপ নিয়ে বিলেতের মেডিকেল কলেজের চত্বরে ঘোরাঘুরি করছেন। এমন সময় ওই হাসপাতালে একজন রোগী এলেন। হাসপাতালের সুপার বিধান রায়কে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বললেন, এই যে ইয়ংম্যান, তুমি কি বলতে পারবে এই রোগীটির কী হয়েছে? বিধান রায় কিন্তু সেই রোগীকে না ছুঁয়েই বলে দিয়েছিলেন, ওর চিকেন পক্স হয়েছে। যদিও রোগীটির শরীরে কোনও বসন্তের গোটা তখনও ওঠেনি। এরপর সুপার সাহেব বিধান রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়ংম্যান তুমি কি করে বুঝলে, ওঁর চিকেন পক্স হয়েছে? বিধান রায় বললেন, রোগীর স্মেল (গন্ধ) থেকে তিনি এটা বলেছেন। এরপর একদিন পর দেখা গেল রোগীটির সারা শরীরে চিকেন পক্সে ভরে গিয়েছিল। সুপার সাহেব তখন সেই ইয়ংম্যান, মানে বিধান রায়কে তলব করলেন এবং তারিখ চলে যাওয়া সত্ত্বেও ভর্তি নিলেন। পরে এখান থেকেই ডা. বিধানচন্দ্র রায় মেডিসিন এবং সার্জারি দুই ক্ষেত্রেই গোটা বিশ্বে প্রথম হ। মানে এফআরসিএস এবং এমআরসিপি দুটোতেই প্রথম। মুখ দেখে রোগীর চিকিৎসা করতেন ডা. বিধানচন্দ্র রায়। বিধান রায়কে নিয়ে আরও একটি ঘটনার কথা জানা যায়—একবার যুক্তারাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট জন অফ কেনেডির সঙ্গে বিধান রায়ের মিটিং চলছে। মিটিং শেষে বিধান রায় বললেন, মিস্টার প্রেসিডেন্ট আমার মনে হচ্ছে আপনার পিঠে মারাত্মক পেইন আছে। কেনেডি অবাকত বিস্ময়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'হাউ ডু ইউ নো দ্যাট'? বিধান রায় বিনীতভাবে বললেন, আমি পেশায় ডাক্তার, নেশায় রাজনীতিবিদ। কেনেডি তাঁর সেক্রেটারিকে চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল কাগজ বিধান রায়কে দেখাতে বললেন, বিধান রায় নতুন করে প্রেসক্রিপশন দিলেন। দৃঢ়চিত্তে বললেন, নিয়ম করে খাবেন । না সারলে আমাকে জানাবেন। আমি আবার আসব আমার নিজ খরচে। মিটিং শেষে বিদায় নেওয়ার আগে হ্যান্ডশেক করতে ফি তো দিলেন না? কেনেডি জানতে চাইলেন, কত দিতে হবে ফি? বিধান রায় এমন সুযোগ পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের জন্য ৩০০ কোটি টাকা চাইলেন। তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে থাকার সময়ে শিক্ষা বিল নিয়ে যেমন ভেবেছেন, তেমনই মেয়র থাকাকালীন কলকাতার জলনিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন। মৃত্যুর পরতাঁর সম্মানে কলকাতার উপনগরী সল্টলেকের নামকরণ করা হয় বিধাননগর।তিনি যদি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী না হতেন, বাংলার ইতিহাস অন্যরকম করে লেখা হত। প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন বহুমুখী সর্বদা সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময় বাংলার বারী শিল্প এবং আরও অনেক নতুন নতুন প্রকল্পে ভিত্তিপ্রস্তর তিনিই করেছিলেন। এইসব নানাবিধ কারণের জন্য তিনি আজও 'আধুনিক বাংলার রূপকার' হিসেবে স্মারণীয় হয়ে আছেন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'মহার্ঘ' জ্বালানি

সুতীর্থ চক্রবর্তী

পেট্রোল এবার রাজ্যেও সেঞ্চুরি হাঁকাল। সাধারণ মানুষের চেয়েও আপাতত একটু বেশি বিপাকে পড়েছেন পেট্রোল পাম্প মালিকরা। রাজ্যের অধিকাংশ পেট্রোল পাম্পের তেল দেওয়ার পেট্রোল ডিসপেন্সিং মেশিনগুলিতে তেলের দাম দেখানোর জায়গায় তিন অঙ্কের ব্যবস্থা নেই। তিন অঙ্কের পেট্রোল বিক্রি করতে গেলে এখন তাদের প্রয়োজন নতুন ডিসপেন্সিং মেশিন। অনেকে পেট্রোলের নয়া দাম মেশিনের গায়ে কাগজ দিয়ে সেঁটে কাজ চালাচ্ছেন। আসলে দেশে যে একলিটার পেট্রোলের দাম তিন অঙ্কে পৌঁছে যাবে, তা কল্পনাতে ছিল না পাম্প মালিক ও তেল কোম্পানির। তাই ডিসপ্লেতে তিন অঙ্কের জায়গা রাখার কথা ভাবেই হয়নি।

অতিমারীর সময় কেন্দ্রীয় সরকারের সবেচেয়ে বেশি আয় কিন্তু পেট্রোল-ডিজেলের উপর চাপানো কর থেকেই। শুধু ২০২০-'২১ অর্থবর্ষে এই খাতে কেন্দ্রে আয় হয়েছে ৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৭২৫ কোটি টাকা। সাধারণ মানুষের পকেট কেটে কেন্দ্র এই টাকা আয় করেছে। এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধিতে কলকায় একসময় আগুন জ্বলত। এখন সেদিন গিয়েছে। দেশে জ্বালানির মূল্য। ১০০ টাকা ছাড়ালেও কোথাও প্রতিবাদের আগুন জ্বলে না প্রতিবাদের আগুন জ্বলুক না জ্বলুক, সাধারণ মানুষের হেঁশেলে তো আগুন জ্বলেছে। কয়েক দিন আগে আমরা দেখেছিলাম, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলছেন, জ্বালানির উপর সরকার কর কমাবে কীভাবে? ভ্যাকসিন দেওয়ার খরচ তো তুলতে হবে। আসলে ওখানে দাঁড়িয়ে কোনও সাংবাদিক পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেননি, যে জ্বালানি থেকে কেন্দ্র কর বাবদ একবছরে আয় করেছে ৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৭২৫ কোটি টাকা—যা বিনামূল্যে সমগ্র দেশবাসীকে ভ্যাকসিন দেওয়ার খরচের কয়েকগুণ বেশি।

পেট্রোলের সেঞ্চু রি হাঁকানো নিয়ে তা-ও কোনও কোনও মহলে একটু শোরগোল পড়েছে। কিন্তু অদ্ভুতবাবে সকলে নীরব ভোজ্য তেলের দৈনন্দিন দাম বৃদ্ধি নিয়ে দেশেষ ছ'-প্রকার ভোজ্য তেল আমরা সাধারণভাবে ব্যবহার করে থাকি। প্রত্যেকটি তেলের দাম ৫০ শতাংশের উপর বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১১ বছরে কখনও ভোজ্য তেলের দাম এত বাড়ে নি। দেশের একেবারে দরিদ্রতম মানুষটিকেও বাজার

থেকে ভোজ্য তেল কিনতে হয় খাদ্যভ্যাসের কারণে গ্রামে সরষের তেলের চাহিদা বেশি। শহরে অন্যান্য তেল বেশি চলে। সরষের তেলের দাম বাড়ছে বেশি। অর্থাৎ গরিব মানুষের উপর আঘাত বেশি। তবুও এই নীরবতা। দাম বৃদ্ধি যেন আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধির জন্যও কেন্দ্র দাম চাপাচ্ছে বিদেশের বাজারের উপর। জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পরোক্ষভাবে সব পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। এবারও তা ফেলছে। এই অতিমারীর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যখন জ্বালানির উপর কর থেকে নিজের আয় বাড়িয়েই চলেছে। তখন সাধারণ মানুষকে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সমস্ত পণ্য বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। মাছ -ডিম থেকে আনাজপাতি সবই জ্বালানির ব্যয়বৃদ্ধির কারণে দামি। অতিমারীতে ওষুধের খরচ প্রতি পরিবারের বেড়েছে। সেই ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ৮.৪৪ শতাংশ। এই সময় মহার্ঘ হয়েছে সবকিছু। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদাসীনতা কেন, তা বোধগম্য নয়। মানুষের আন্দোলন নেই বলে নিঃসন্দেহে সরকারের উপর চাপ কিছুই কম। মূল্যবৃদ্ধি বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে আমরা যে ধরনের বিক্ষোভ, গণ আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে থাকি, ভারতে তা অনুপস্থিত ভারতের মতোই অতিমারীতে বিধ্বস্ত ব্রাজিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্রাজিলের রাস্তায় রাস্তায় এই মুহূর্তে জাইর বলসোনারো সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। মূল্যবৃদ্ধিতে আমাদের দেশের রাস্তায় বিদ্রোহ-বিক্ষোভের আগুন দেখা যায় না। আমাদের দেশে ইদানীং আগুন জ্বলে ধর্ম, জাতপাত, ভাষা, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি নিয়ে আন্দোলনে। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদাসীনতা কেন, তা বোধগম্য নয়। মানুষের আন্দোলন নেই বলে নিঃসন্দেহে সরকারের উপর চাপ কিছুই কম। মূল্যবৃদ্ধি বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে আমরা যে ধরনের বিক্ষোভ, গণ আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে থাকি, ভারতে তা অনুপস্থিত ভারতের মতোই অতিমারীতে বিধবস্ত ব্রাজিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্রাজিলের রাস্তায় রাস্তায় এই মুহূর্তে জাইর বলসোনারো সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। মূল্যবৃদ্ধিতে আমাদের দেশের রাস্তায় বিদ্রোহ-বিক্ষোভের আগুন দেখা যায় না। আমাদের দেশে ইদানীং আগুন জ্বলে ধর্ম, জাতপাত, ভাষা, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি নিয়ে আন্দোলনে।

জ্বালানির উপর কর চাপিয়ে সরকারের বাড়তি আয়ে সাধারণ মানুষের যেমন কোনও উপকার হচ্ছে না, তেমনই ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফায় দেশ বা সমাজরেও কোনও লাভ হচ্ছে না। কারণ ব্যবসায়ীরা তাদের লাবের টাকা দেশে লগ্নি করছে না, যাতে অর্থনীতি চাঙ্গা হতে পারে। যদি ব্যবসায়ীদের লাবের টাকা লগ্নি হত, তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ত, কর্মসংস্থান হত। কিন্তু সেসব কিছুই হচ্ছে না। একদম ব্যবসায়ী মুনাফার টাকা দিয়ে পাহাড় তৈরি করছে। আর সাধারণ মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। ধর্ম, ভাষা, জাতপাত, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি পরিচিতি সত্তার রাজনীতি ছেড়ে যদি দাম বৃদ্ধি ভোটে ইস্যু করা যায়, তাহলেই মনে হয় একমাস সরকারকে নড়ানো সম্ভব। রাজনৈতিক দলগুলি অর্থনৈতিক ইসুতে ফিরবে কি না, তা ভবিষ্যৎই বলবে। যদি সেটা না হয় তাহলে সংসদীয় গণতন্ত্রে উপর মানুষের আস্থা কিন্তু কমতেই থাকবে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যুর রেকর্ড ভঙ্গ, একদিনে দুই শতাধিক প্রাণহানি

মনির হোসেন,ঢাকা,০৭ জুলাই।। বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরো ২০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখন পর্যন্ত এটি একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ১৫ হাজার ৫৯৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় এ ভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে ১১ হাজার ১৬২ জন। এখন পর্যন্ত এটিই একদিনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আক্রান্ত। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ৯ লাখ ৭৭ হাজার ৫৬৮ জন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৩৭ হাজার ১৪৭ জনের। পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৫ হাজার ৬৩৯টি। নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ৩১ দশমিক ৩২ শতাংশ। দেশে এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬৮ লাখ ২৯ হাজার ৮৩২টি। মোট পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ১৪ দশমিক ৩১ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ২০১ জনের মধ্যে ৬৬ জনই খুলনার। এছাড়া ঢাকায় ৫৮, চট্টগ্রামে ২১, রাজশাহীতে ১৮, বরিশালে ৭, সিলেটে ৯, রংপুরে ১৪ এবং ময়মনসিংহে ৮ জন মারা গেছেন। এর আগে, গতকাল মঙ্গলবার ১৬৩ জনের মৃত্যু খবর জানায় স্বাস্থ্য অধিদফতর। একই সময়ে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয় ১১ হাজার ৫২৫ জন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম ৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

দ্রুত বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যু, কোভিড-বিধিনিষেধ বাড়ল ইন্দোনেশিয়ায়

জাকার্তা, ৭ জুলাই (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, রকেট গতিতে বাড়ছে মৃত্যুও। তাই মারণ ভাইরাসের ঢেউকে রুখতে কোভিড-বিধিনিষেধ বাড়ল ইন্দোনেশিয়ায়। দেশব্যাপী কোভিড-বিধিনিষেধ বাড়ানো হয়েছে ইন্দেনেশিয়ায়। ইন্দোনেশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১,১৮৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭২৮ জনের। সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি চিন্তা বাড়াচ্ছে ইন্দোনেশিয়ায়। ইন্দোনেশিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রের খবর, ইন্দোনেশিয়ায় নতুন করে ৩১, ১৮৯ জন আক্রান্ত হওয়ার পর মোট সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হল ২, ৩৪৫,০১৮। ৭২৮ বেড়ে মৃত্যু হয়েছে ৬১ হাজার ৮৬৮ জনের এবং ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,৯৫৮,৫৫৩ জন।

কেশব দত্তকে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : কেশব দত্তর প্রয়াণে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, "হকি বিশ্ব আজ তার একটি সত্যিকারের কিংবদন্তীকে হারাল। কেশব দত্তের মৃত্যুতে আমি দুঃখিত। তিনি ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালে অলিম্পিকে দু'বারের স্বর্ণপদক বিজয়ী ছিলেন। ভারত ও বাংলার একজন বিজয়ী। তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি সমবেদনা জানাই।"প্রসঙ্গত, দেশকে সোনা জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন কিংবদন্তি হ্যাফ ব্যাক। ৯৫ বছরের প্রাক্তন হকি তারকা সম্প্রতি বয়সজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। মঙ্গলবার রাত ১২টা ৪৮ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কেশব চন্দ্র দত্ত। ইস্টবেঙ্গলের 'ভারত গৌরব' ও 'মোহনবাগান রত্নের' প্রয়াণে হকি ইন্ডিয়ার তরফে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কংগ্রেস-ত্যাগ ! বিজেপিতে যোগ দিলেন কৃপাশঙ্কর সিং

মুম্বই, ৭ জুলাই (হি.স.): কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী কৃপাশঙ্কর সিং। বুধবার মুম্বইয়ে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ ও মহারাষ্ট্র বিজেপির সভাপতি চন্দ্রকান্ত পাটিলের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন কৃপাশঙ্কর সিং। পূর্বতন কংগ্রেস-এনসিপি সরকারের আমলে মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন কৃপাশঙ্কর সিং। এছাড়াও ২০০৮-২০১২ পর্যন্ত মুম্বই কংগ্রেসের প্রধান ছিলেন কৃপাশঙ্কর। ২০১৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন কৃপাশঙ্কর। সেই সময় থেকে জল্পনা ছিল প্রাক্তন এই মন্ত্রী বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন, অবশেষে বুধবার সেই জল্পনা সত্যি হল। আগামী বছরই বৃহন্মুম্বই পৌর নিগমের ভোট, ইতিমধ্যেই মিশন ২০২২ অভিযান শুরু করেছে বিজেপি, তার আগেই গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন কৃপাশঙ্কর সিং।

বরাট সাফল্য, কুপওয়ারা এনকাউন্টারে নিকেশ শীর্ষ হিজবুল জঙ্গি

শ্রীনগর, ৭ জুলাই (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার হান্দওয়ারায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ কমান্ডার মেহরাজুদ্দিন হালওয়াই ওরফে উবাইদ। বহু সন্ত্রাসী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল উবাইদ। শীর্ষ হিজবুল কমান্ডারের মৃত্যুর পর কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, 'বিরাট সাফল্য।' কুপওয়ারা জেলার হান্দওয়ারার ক্রালগুন্দের পাজিপোরা-রেনান এলাকার ঘটনা। কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানায় হয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাত থেকেই হান্দওয়ারার ক্রালগুন্দের পাজিপোরা-রেনান এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ, সেনাবাহিনী ও সিআরপিএফ। বুধবার ভোররাত দুটো থেকে শুরু হয় গুলির লড়াই। দীর্ঘ সময় ধরে গুলির লড়াই চলে। এদিন সকালে কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, 'কুপওয়ারা এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে শীর্ষ হিজবুল কমান্ডার মেহরাজুদ্দিন হালওয়াই ওরফে উবাইদ। বহু সন্ত্রাসী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল উবাইদ। এটা বিরাট সাফল্য।'

দিলীপ কুমারের প্রয়াণে শ্রদ্ধা অমিতাভ বচ্চনের

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : দিলীপ কুমারের প্রয়াণে শ্রদ্ধা অমিতাভ বচ্চনের। বুধবার তিনি টুইটে লেখেন, "একটি মহাকাব্য যুগের অবসান হল। আর কখনও এই সময় আসবে না।"

অপর একটি টুইটে লিখেছেন, "একটি প্রতিষ্ঠান চলে গেল। যখনই ভারতীয় সিনেমার ইতিহাস লেখা হবে, সেটি সর্বদা "দিলীপ কুমারের আগে এবং দিলীপ কুমারের পরে" থাকবে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি। তাঁর পরিবার এই ক্ষতি বহন করার শক্তি পাক। আমার গভীর শোক জানাই।" টুইটে অমিতাভ বচ্চন লিখেছেন, "এই প্রয়াণে যাঁরা কষ্ট পেলেন, অনিশ্চয়তায় পড়লেন, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করছি। গভীরভাবে দুঃখিত।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

উত্তরাখণ্ডে পুনরায় পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষমতায় আসবে বিজেপি : অজয় ভাট

দেহরাদুন, ৭ জুলাই (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে আবারও ক্ষমতায় আসবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। তাও আবার পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন বিজেপি সাংসদ অজয় ভাট। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে লাগাতার জনকল্যাণমূলক কাজ করে চলেছেন তাঁরা। আগামী বছরই উত্তরাখণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন। উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে বুধবার বিজেপি সাংসদ অজয় ভাট বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে লাগাতার জনকল্যাণমূলক কাজ করে চলেছি আমরা। পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠায় আমরা রাজ্যে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরব।'

গোপীবল্লভপুরে জেলা নেতা কর্মীদের নিয়ে বৈঠক দিলীপ ঘোষের

ঝাড়গ্রাম, ৭ জুলাই (হি. স.) : বুধবার গোপীবল্লভপুর একটি স্থানীয় গেস্ট হাউসে জেলা নেতা কর্মীদের নিয়ে এক বৈঠক করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শাসক দল বিজেপির নেতাকর্মীদের ভয় দেখানো, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ করেন।এদিন বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা কার্যকারিনী বৈঠক ছিল গোপীবল্লভপুরে। তার সাথে ছিলেন রাজ্য বিজেপি সহ সভাপতি ভারতী ঘোষ।এদিন দলীয় বৈঠকে জেলার করোনা পরিস্থিতিতে করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে শাসক দল দুর্নীতি করছে এবং বিজেপি নেতা,কর্মীদের ইচ্ছাকৃতভাবে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে না। এই বিষয়গুলি এদিন বৈঠকে আলোচায় উঠে আসে বলে জানা গিয়েছে।আর এই ইস্যুগুলি নিয়ে বিজেপি ঝাড়গ্রাম জেলায় আন্দোলনে নামবে বলে জানা গিয়েছে দলীয় সূত্রে।বিজেপির প্রকৃত নেতা,কর্মীরা দলেই রয়েছে বলে জোর দেয় নেতৃত্ব।এদিন গোপীবল্লভপুরে বৈঠকের পরে দিলীপ বাবু বেলিয়াবেড়ার কুলিয়ানা গ্রামে নিজের বাড়িতে গিয়েছিলেন।এদিন বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।নির্বচন পরবর্তী হিংসায় দলের নেতাদের পাশে পাচ্ছেনা বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন "সেখানে গন্ডগোল সেখানে পার্টি গিয়ে পৌছাচ্ছে।সেন্টার দিয়েছে,থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করছে।পুলিশ, গুন্ডাদের অত্যাচার চলছে এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি।" যুব মোর্চার সভাপতি সৌমিত্র খাঁর মত্যনৈক্যর প্রসঙ্গে বলেন " আমার কাছে কোন লেটার আসে নি।আসুক তারপর বলব।"প্রক্তন জেলা বিজেপির সভপতি সুখময় শতপথি যিনি ঝাড়গ্রাম আসন থেকে দাঁড়িয়েছিলেন।তাকে ভোটের পর দলীয় কার্যালয়ে বিশেষ দেখা যাচ্ছে না,শুভেন্দু অধিকারীর গত ঝাড়গ্রামে বৈঠকেও তিনি হাজির ছিলেন না।এই প্রসঙ্গে দিলীপ বাবু বলেন "শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠক কোন সংগঠনিক বৈঠক ছিল না।আমি এসেছিলাম সাংগঠনিক বৈঠকে সেখানে উনি ছিলেন।সবাই আছেন।"নির্বাচন পরবর্তী বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েত গুলি বিজেপির হাত ছাড়া হচ্ছে।বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান চলচ্ছে।এই ব্যাপারে দিলীপ বাবু বলেন " কোথাও করেনি।চক্রান্ত করছে,ভয় দেখাচ্ছে,কেস দিচ্ছে।আমরা আমাদের কর্মীদের ধরে রেখেছি।বিজেপিকে ভাঙা সহজ নয়।"

এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাতো,জেলা বিজেপির সধারণ সম্পাদক অবনী ঘোষ সহ প্রমুখ।এদিন অবনী বাবু বলেন " এটা আমাদের জেলা কার্যকারিনী বৈঠক ছিল।এরপর মন্ডল গুলিতে হবে।বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে।বিশেষ করে ভ্যাকসিন নিয়ে দূর্নীতি হচ্ছে।বিজেপি কর্মীদের বেছে বেছে ভ্যাকসিন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।আমরা এই সব নিয়ে আন্দোলনে নামব।"উল্লখ্য এদিনও বৈঠকে দেখা যায়নি প্রাক্তন জেলা বিজেপি সভাপতিকে।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য, খুনের অভিযোগ পরিবারের

সিউড়ি, ৭ জুলাই (হি.স.) : যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। পরিবারের অভিযোগ খুন। ঘটনাটি ঘটেছে সিউড়ি থানার অন্তর্গত ছোট আলুন্দা গ্রামে।বুধবার সকালে গ্রামেরই পুকুর থেকে শেখ আলাউদ্দিন নামে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনা জানাজানি হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা বেশ কিছুক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ, ওই যুবককে খুন করা হয়েছে।

বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে এই খুন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।এই খুনের ঘটনায় জড়িত তার স্ত্রী। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন সকাল থেকেই এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযুক্তদের সাজার দাবিতে এলাকার বাসিন্দারা বেশ কিছুক্ষণ সিউড়ি - সাঁইথিয়া রাস্তা পথ অবরোধ করে। খবর পেয়েই সিউড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিয়ে পুকুর পাড় থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানোর হয়। পাশাপাশি ওই যুবকের স্ত্রী আর্জিনা বিবিকে আটক করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ।

মৃতের মামা শেখ আনসারের অভিযোগ , 'বিয়ের পর থেকেই ভাগ্নের সংসারে অশান্তি লেগে থাকত। এই অশান্তির মূলে রয়েছে ভাগ্নের স্ত্রী আর্জিনা বিবির বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক। আর সেই সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় গত রাতে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ভাগ্নে কে খুন করে বাড়ির সামনে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। আমরা চাই অভিযুক্তকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। ' স্থানীয় বাসিন্দা মনসুর আলি জানিয়েছেন, "এর আগেও একাধিকবার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লেগে থাকত। গ্রামের মানুষদের সহযোগিতায় সেই অশান্তি মিটিয়ে দেওয়া হয়। হঠাৎ আজ সকালে শেখ আলাউদ্দিন এর মৃতদেহ তার বাড়ির সামনের পুকুরে ভেসে উঠতে দেখা যায়। আমাদের অনুমান আর্জিনা বিবি তার সঙ্গীকে নিয়ে আলাউদ্দিনকে খুন করেছেন এবং পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছেন।" ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

পদত্যাগের পর দলকে তোপ, সামাজিক মাধ্যমে ট্রোল হলেন সৌমিত্র

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি স)। বিজেপি যুব জনতার রাজ্য সভাপতি পদ ছেড়ে দলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন সৌমিত্র খাঁ। একটি সংবাদ চ্যানেলে তাঁর সেই ক্ষোভের জেরে সামাজিক মাধ্যমে ট্রোল হলেন তিনি।

সৌমিত্রর অভিযোগ, "বিরোধী দলনেতা নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করছেন। ভোটের আগে সব চোর-চিটিংবাজকে দলে যোগদান করিয়েছিলেন। আমি কখনও ঘরের লোকের জন্য কিছু চাইনি। যা ভুল হবে, তা সবসময় তুলে ধরব।" বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি পদ ছেড়ে সৌমিত্র খাঁ-র শুভেন্দু অধিকারীকে এ হেন তীব্র আক্রমণে ফেসবুকে ২ ঘন্টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৬ হাজার ৫০০, ৬৬৯ এবং ৯১৫। স্বপন সেনগুপ্ত লিখেছেন, "এবার সংসারটা হয়ত জোড়া লাগবে। কারো সংসার ভেঙে যাক এটা কেউ চায়না।"

অচিন্ত্য দাস লিখেছেন, "উনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে না পেরে ভাট বকছেন? শুভেন্দু তৃণমূল থেকে যে পদ গুলো পরিত্যাগ করেছে সেই পদ গুলো সৌমিত্র খাঁ দশবার জন্ম নিলেও পারবেনা. এটা প্রমানিত মমতা কে হারানোর ক্ষমতা একমাত্র শুভেন্দুরই আছে.উনি যখন তৃণমূলে শুভেন্দুকে সরিয়ে রাজ্য যুব সভাপতি হয়ে ছিলেন শুভেন্দু তো কিছু বলেননি? বাঁদরের চুল হলে যা হয়।" কৃষাণু মাইতি এক ডজন হাস্যমুখের প্রতীক (স্মাইলি)-সহ অচিন্ত্যবাবু লিখেছেন, "কথাটা ভালই বলেছেন কিন্তু তাই বলে 'বাঁদরের চুল'! আজ নতুন শুনলাম এটা...এটা সেরা ছিল।"

মানস পাল লিখেছেন, "বাংলা ভাঙার গল্প যখনই শুরু করে ছিল তখনই বোঝা গেছিলো এর অন্য গল্প শুরু হয়ে গেছে। তাতে বিজেপির দলীয় ক্ষতি হয়েছে। আর ক্ষতি করার দরকার নেই, আপনিও আসতে (যেতে)পারেন.....।"

আক্রম উদ্দিন লিখেছেন, "মন্ত্রী পদ না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে। পঙ্কজ প্রামাণিক লিখেছেন, "দল বদলানোর খেলা খেলবেন না। এর জন্য যদি আত্মসন্মানে লাগে, তাহলে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়ে নিবেন। তাতে আপনাকে সাধারন মানুষ ভালো বলবে।এদিক-ওদিক হলে সাধারন মানুষ গুলো নানা দিক দিয়ে অসুবিধায় পড়ে যায়। ধন্যবাদ।"

আদিত্য সাহা লিখেছেন, "সেলফ মেড সাংগঠনিক নেতা ময়দানে টিকে থাকে। সুপারিশের নেতা বেশিদিন টেকসই হয়না! আঙ্গুল তুললেই তিনি সাংগঠনিক ক্ষমতার "অধিকারী" হন না।"

দিলীপ কুমার রায় লিখেছেন, "সবাই শুধু ক্ষমতা ভোগ করতে চায়। ক্ষমতা পেলে সঙ্গে আছি, নইলে দাদা চললাম কাশী।"

কুণাল ঘোষ লিখেছেন, "বুঝতে পেরেছি ; বৌদিকে ছাড়া তোমার দম বন্ধ হয়ে আসছে; আহা গো সোনা গো আমার, বৌ-কে ছাড়া ছেলেটার খুব কষ্টএমন কি নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছেনা।"শুভদীপ রায় লিখেছেন, "সৌমিত্র খাঁ বলেছেন, দিলীপ ঘোষ অর্ধেক বোঝেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, "আপনারা সৌমিত্র খাঁ কে কেন সিরিয়াসলি নেন?' বাবুল সুপ্রিয় বলেছেন, "কোথাও তো আগুন লেগেছে ' এক দিনে তিন নেতার তিনটে বিবৃতি! এর পর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে আবার রাজীব ব্যানার্জীর ফেসবুক পোস্ট! ২০২১ এর সেমিফাইনাল শেষ, এবার ২০২৪ এর খেলা শুরু! জয় বাংলা।"

বীরেশ্বর গাঙ্গুলি লিখেছেন, "শুভেন্দু অধিকারী অনেক বড় নেতা। উনি ঠিক ঠিক কাজ করে যাচ্ছেন। ভুল বকে না। সৌমিত্র খাঁ, আপনি ঠিক মতো বিজেপি-টা করুন। আপনাকে সরিয়ে সুভাষ সরকারকে মন্ত্রী করলে ভালো হবে।" গোটা কুড়ি হাস্যমুখের প্রতীক-সহ কৃষাণু মাইতি লিখেছেন, "মনে হয় এবারে বউয়ের সাথে ঝামেলাটা মিটেছে। শালার চোখে মুখে মিথ্যা যাকে বলছে সেও চোর, আর যে বলছে সেও যেন নিজের অপরাধের সাফাই দিতে এসেছে। বারবার 'চুরি করিনি' 'চুরি করিনি' এমনভাবে বলছে যেন কে তাকে জিজ্ঞাসা করছে! আসলে চোরের মন তো! তার ওপরে বালি চুরি প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের কড়া পদক্ষেপের প্রশংসা সৌমিত্র খাঁ র মুখে! এটা ঘরের ছেলে ঘরে ফেরার ইঙ্গিত নয় তো!"

ভারসাম্যের সরু দড়ির উপরে হেঁটেই মমতা-সরকারের বাজেট পাশ

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি স)। বরাদ্দ একেবারে কম হলে, বিরোধীরা আরও বেশি প্রশ্ন তুলতে পারতেন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে। আবার বিপুল বরাদ্দে মাথাচাড়া দিতে পারে রাজকোষ ঘাটতি। ভারসাম্যের এই সরু দড়ির উপরে হেঁটেই বুধবার তৃতীয় দফার মমতা-সরকারের প্রথম বাজেট পাশ হল।

যেমন কথা, তেমন কাজ। রাজ্যবাসীকে এই বার্তা দিতেই নির্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া চার প্রধান প্রতিশ্রুতির দ্রুত বাস্তবায়নে নীতিগত সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এ বার যেমন কাজ, বরাদ্দও সেরকম, তা বুধবারের রাজ্যের বাজেটে বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

বিপুল জনসমর্থনে রাজ্যে তৃতীয় বার সরকার গড়ার পরে আজই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করল মমতার সরকার। এমনিতে রীতিমাফিক ভোট-বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের (এপ্রিল-জুন মাস) জন্য সরকারি খরচের অনুমতি চাইতে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করে সরকার। কিন্তু এ বার বিধানসভা ভোটের আগে ফেব্রুয়ারিতে ওই খরচের অনুমতি চাওয়ার পাশাপাশি পুরো আর্থিক বছরের রূপরেখাই কার্যত স্থির করে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

করোনার প্রথম ধাক্কার পরে ৫ ফেব্রুয়ারি পেশ হওয়া ভোট অন অ্যাকাউন্টের নথি অনুযায়ী, ২০১৯-২০ সালের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজস্ব ঘাটতি বেড়েছে। একই ভাবে, ২০১৯-২০ সালের তুলনায় করোনা-বছরে (২০২০-২১) রাজকোষ ঘাটতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের আশা, ঢিমে তালে হলেও অর্থনীতির চাকা ফের গড়াতে শুরু করায় তা-ও কিছুটা কমবে।

ঘোষণা করা হয়েছিল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ৪১টি প্রকল্প। চলতি অর্থবর্ষের জন্য বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব ছিল ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা। প্রশাসনিক মহলের অন্দরে গুঞ্জন, আর্থিক বছরের বাকি আট মাসের (অগস্ট,২১মার্চ, ২২) ওই প্রস্তাবিত বরাদ্দের অঙ্ক আরও বেশ খানিকটা বাড়তে পারে। কারণ, ভোটের আগে দেওয়া যে চার প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে সরকার ইতিমধ্যেই পা বাড়িয়েছে, তার জন্যও টাকাও তুলে রাখতে হবে যথেষ্ট। এই করোনার বছরে যেখানে অর্থনীতি বিধ্বস্ত, রাজস্বে টান থাকার সম্ভাবনা, সেখানে ঘাটতিকে মাত্রাছাড়া হতে না-দিয়ে ওই টাকার সংস্থানই বাজেটে ছিল সম্ভবত সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

ভোটের আগে তৃণমূল বলেছিল, ক্ষমতায় এলে কৃষকবন্ধু প্রকল্পে সুবিধা বাড়বে। চালু হবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, পড়ুয়াদের শিক্ষা ঋণ-কার্ড এবং দুয়ারে রেশন পৌঁছে দেওয়ার আরও তিন প্রকল্প। নবান্নে ফেরার পরে ইতিমধ্যেই কৃষকবন্ধু প্রকল্পে আর্থিক সাহায্যের অঙ্ক বছরে ৬ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। ন্যূনতম ২ হাজারও বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার টাকা। সরকারের অনুমান, এতে খরচ হতে পারে অন্তত ৩,৫০০ কোটি টাকা।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে দুঃস্থ পরিবারপিছু এক মহিলা সদস্যকে প্রতি মাসে আর্থিক সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। সাধারণ পরিবারে ৫০০ টাকা, তফসিলি জাতি ও জনজাতিভুক্ত পরিবারে ১০০০ টাকা। রাজ্যের দাবি, এতে অন্তত ১.৬ কোটি পরিবার উপকৃত হবে। কিন্তু তেমনই আনুমানিক খরচ প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকা। খাদ্যসাথীর সঙ্গে দুয়ারে রেশন প্রকল্প মিলিয়েও বড় অঙ্কের খরচ ধরে রাখতে হবে। সুদে ভর্তুকি গোনার সূত্রে একই কথা প্রযোজ্য পড়ুয়াদের শিক্ষা ঋণ-কার্ডে। যেখানে ইতিমধ্যেই অন্তত ৫০০ কোটি টাকা ঋণের আবেদন জমা পড়েছে বলে জানিয়েছে নবান্ন। করোনার প্রকোপ আপাতত সামান্য কমেছে। কিন্তু তা মূলত কড়া নিয়মকানুনের জেরে। অতিমারির ধাক্কায় রাজ্য-সহ সারা দেশের অর্থনীতি এখনও বিপর্যস্ত। তাই রাজস্ব আদায় লাফিয়ে বাড়ার সম্ভাবনা কম। তার উপরে ঘাড়ে চেপে রয়েছে শুধু ঋণ শোধের খাতে ৬৩,৭০০ কোটি টাকা তুলে রাখার বাধ্যবাধকতা। এই সমস্ত কিছু সামলে নতুন প্রকল্পের জন্য মোটা বরাদ্দের বন্দোবস্তই ছিল বুধবারের বাজেটে বড় চ্যালেঞ্জ।

মানবিকতার নজির বসিরহাটের এক চিকিৎসকের, ফেসবুক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আগ্রহ ঘরে ফিরিয়ে দিল হারিয়ে যাওয়া বৃদ্ধাকে

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : ৬ দিন নিখোঁজ থাকা এক মহিলাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিলেন বসিরহাটের স্বাস্থ্য দফতরেররে উপ-স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্যামল বিশ্বাস ও তাঁর সঙ্গীরা। ফেসবুক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আগ্রহ ঘরে ফিরিয়ে দিল হারিয়ে যাওয়া বৃদ্ধাকে।

ছ'দিন আগের হারিয়ে যান মধ্যমগ্রামের চণ্ডীগড় মেইন রোডের বাসিন্দা বিউটি বসু। ঘর হারিয়ে ঠাঁই হয় হৃদয়পুরে স্টেশনে। প্লাটফর্মই হয় ঠিকানা। জানেন না কোথায় তাঁর বাড়ি, কে তাঁর আপনজন। যেন স্মৃতি কুঁড়ে খায়, তবুও অসহায়। হারিয়ে যাওয়া মায়ের একটা ছবি সামাজিক মাধ্যমে দিয়েছিলেন ছেলে রাজীব বসু। সেই ছবি পৌঁছয় চিকিৎসক শ্যামলবাবু ও তাঁর 'নলেজ সোসাইটি'-র সদস্যদের কাছে।

প্রতিদিনের মতোই কাজ সেরে মঙ্গলবার গভীর রাতে না খেতে পাওয়া দুঃস্থ মানুষদের জন্য রান্না করা খাবার বিলি করতে একাধিক স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় যান চিকিৎসক শ্যামল বিশ্বাস ও তার নলেজ সোসাইটির সদস্যরা। সেখানেই হঠাৎ দেখতে পান এক প্রৌঢ়া হৃদয়পুর স্টেশনের প্লাটফর্মে বসে আছেন। তাঁকেও খাবার দেওয়া হয়। নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারে না। সন্দেহ হয় এ সেই মহিলা নয় তো ৬ দিন আগে যার ছবি ও ফোন নং এক ভদ্রলোক দিয়েছিলেন। ছবির মিল পাওয়া তাঁরা মহিলার ছেলে রাজীব বসুকে ভিডিও কল করেন। বিউটি দেবীর ছেলে রাজীব মাকে দেখে চিনতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ৬ দিন পর হারিয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যকে খুঁজে পেয়ে আপ্লুত বসু পরিবার। কান্নায় ভেঙে পড়ে খুশির কথা জানালেন বিউটি বসুর ছেলে ও স্বামী। আর এই সব কিছুকে সম্ভব করেন বসিরহাট জেলা হাসপাতালের উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও নলেজ সোসাইটি।

নলেজ সোসাইটির সম্পাদিকা শিবানী বিশ্বাস বলেন, "এই রকম একটা কাজ করতে পেরে আজ নিজেদের ধন্য মনে হচ্ছে। সার্থক হয়েছে তাদের সমাজসেবার উদ্দেশ্যে। তিনি জানান, আজকের ঘটনায় মূল কৃতিত্ব সোসাইটির দুই সদস্য বিশ্বজিৎ গুহ ও তৃশান বিশ্বাসের।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা নন্দীগ্রাম মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি চন্দ

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : নন্দীগ্রাম মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। তিনি নিজেই বুধবার বেলা ১১টা নাগাদ সেই রায় ঘোষণা করলেন। সেই সঙ্গে মামলাকারী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানাও করল কলকাতা হাইকোর্ট।

বিচারপতি কৌশিক চন্দ বিজেপি ঘনিষ্ঠ, এই যুক্তি দেখিয়ে তাঁকে স্বেচ্ছায় এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর আর্জি জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি।

বিচারপতি কৌশিক চন্দের উপরে কেন তাঁরা আস্থা রাখতে পারছেন না, গত ২৪ জুন প্রায় এক ঘণ্টা সওয়াল করে তা ব্যাখ্যা করেন অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। সেই শুনানিতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ওই দিন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রায় দান স্থগিত রেখেছিলেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ।

বিচারব্যবস্থাকে 'কলুষিত করার জন্যই' জরিমানা করা হয়েছে মমতাকে। ওই জরিমানার অর্থ জমা দিতে হবে রাজ্য বার কাউন্সিলে, যা পরবর্তীকালে কোভিড চিকিৎসায় ব্যবহৃত হবে। এ বার এই মামলা কোন বেঞ্চে যাবে, 'মাস্টার অব রোস্টার' হিসেবে তা ঠিক করবেন হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দল।

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের সেই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মামলা যায় বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে। কিন্তু বিচারপতি চন্দ আইনজীবী হিসেবে বিজেপি-র হয়ে একাধিক মামলায় লড়েছেন এবং বিজেপি-র একটি অনুষ্ঠানেও তাঁকে দেখা গিয়েছে, এই যুক্তিতে মামলাটি অন্য কোনও বিচারপতির এজলাসে সরিয়ে নেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে আবেদন জানানো হয়।

গত ২৪ জুন আবেদনের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি আর্জি জানান, বিচারপতি চন্দের নিজেরই এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত, অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির এই মন্তব্যের পর তাঁর কাছে বিচারপতি চন্দ জানতে চান, মামনার নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ থাকলে কেন তা আরও আগে জানানো হয়নি। তিনি আরও প্রশ্ন করেন, "শুনানি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই কেন আপনাদের মনে হচ্ছে যে সুবিচার পাবেন না? এটা কোন ধরনের শিষ্টাচার?"

বিচারপতি চন্দের এজলাসে এই মামলার শুনানি হলে তা কতটা নিরপেক্ষ হবে, সেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। কথা ছিল বুধবার সেই আবেদনেরই রায় দেবেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। বুধবার বিচারপতি চন্দ শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়ালেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ড্রাগন মানবের খুলি বদলে দিতে পারে বিবর্তনের ইতিহাস

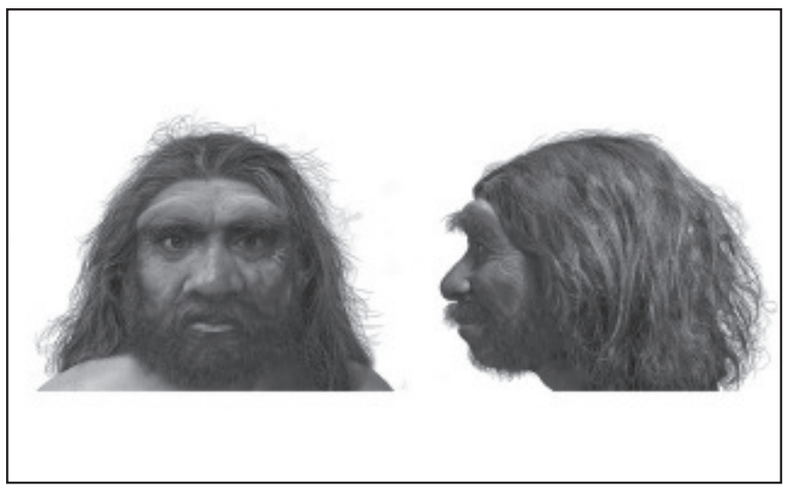

চীনের উত্তর-পূর্বে হারবিনে জীবাশ্ম হিসেবে সংরক্ষিত অবস্থায় যে খুলিটি পাওয়া গেছে তা কমপক্ষে এক লাখ ৪০ হাজার বছরের পুরানো মানুষের একটি নতুন প্রজাতির। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষের প্রজাতিকে 'ড্রাগন মানব' নামকরণ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

শুক্রবার এই ঘোষণা দিয়ে এর সঙ্গে জড়িত গবেষক দলের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, নতুন এই আবিষ্কার আমাদের প্রজাতি 'হমো সেপিয়েন্সের' উদ্ভব কীভাবে এবং কোথা থেকে হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বর্তমান ধারণা বদলে দিতে পারে।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খুঁজে পাওয়া খুলিটি একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের, যার একটি বড় মস্তিষ্ক ছিল; ছিল বিশাল আকারের ভ্রুর খাঁজ, গভীর কোটর বিশিষ্ট চোখ এবং কন্দ আকৃতির নাক।

এই খুলিটি চীনের উত্তর-পূর্বে হারবিনে ১৯৩৩ সালে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ৮৫ বছর ধরে এটি লুকানো ছিল।

বিবিসি জানিয়েছে, জাপানের দখলে থাকার সময় হারবিনে একটি নির্মাণকাজ চলাকালে একজন শ্রমিক খুলিটি খুঁজে পান। এর গুরুত্ব থাকতে পারে- এই বিবেচনায় চীনা শ্রমিকটি জাপানিদের হাত থেকে সেটা রক্ষায় নিজের বাড়ির কূয়ায় লুকিয়ে রাখেন। পরে ওই শ্রমিকের পারিবারিক সূত্রেই সেটা চীনের বিজ্ঞানীদের হাতে আসে।

গবেষকরা নতুন প্রজাতির নাম দিয়েছেন 'হোমো লোংগি' এবং ডাক নাম দেওয়া হয়েছে 'ড্রাগন ম্যান'। চীনের উত্তর-পূর্বে বয়ে চলা ড্রাগন নদীর নামানুসারেই এই নামকরণ করেছেন তারা। সেখানেই খুলিটি পাওয়া গেছে।

গবেষকরা জানিয়েছেন, হোমো লোংগির সঙ্গে নিয়ানডারথালদের সম্পর্ক নেই এবং লোংগিরা বিলুপ্ত প্রজাতি। তবে এরাই সম্ভবত হোমো পেয়েন্সদের সবচেয়ে কাছাকাছি সম্পর্কিত।

তাদের এই দাবি প্রতিষ্ঠিত হলে, হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির উদ্ভব নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিদ্যমান ধারণা বদলে যাবে, যা প্রাচীন ডিএনএ ও বছরের পর বছর ধরে খুঁজে পাওয়া জীবাশ্ম বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্য ইনোভেশন সাময়িকীতে খুলির বিশ্লেষণ নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ হয়েছে।

ওই গবেষক দলের সদস্য যুক্তরাজ্যের শীর্ষ স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ও লন্ডন হিস্ট্রি মিউজিয়ামের অধ্যাপক ক্রিস স্ট্রিংগার বলেন, "গত ১০ লাখ বছরের যেসব জীবাশ্মের খোঁজ মিলেছে, তার মধ্যে এ পর্যন্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এই খুলি।"

হোমো লোংগিদের নিয়ে এ পর্যন্ত তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ওই জীবাশ্ম বিষয়ে প্রথম বিস্তারিত বিবরণ ও চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

তবে বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ হোমো লোংগির ওপর উপসংহার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

তারপরও, অনেক বিজ্ঞানীই ধারণা করছেন, নতুন এই আবিষ্কার মানবজাতির পারিবারিক সূত্র পুনর্বিন্যাস এবং কীভাবে আমাদের হোমো সেপিয়েন্সের উদ্ভব হয়েছে তা নির্ণয় করতে সহায়ক ভূমিকাই পালন করবে।

যেসব বিশেষজ্ঞ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত গবেষণাগুলোর তথ্যউপাত্ত পর্যালোচনা করেছেন, তারা জানিয়েছেন এটা একটি চমৎকার জীবাশ্ম। ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন-ম্যাডিসনের প্যালিওঅ্যানথ্রপোলজিস্ট জন হকস বলেন, "এটা সুন্দর। এ ধরনের জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া খুবই বিরল ঘটনা। মুখমণ্ডল এতো ভালো অবস্থায় রয়েছে, যা খুঁজে পাওয়া অনেকটা স্বপ্নের মতো।"

ওজন কমানোর পথে বাধা সৃষ্টিকারী খাবার

দৈনিক চলাফেরা ও শরীরচর্চা খাদ্যাভাস্যের ওপর প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন কমাতে চাইলে মনোযোগ সহকারে এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়া জরুরি।

'কম-চর্বি', ডায়েট বা 'প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি' ইত্যাদি লেখা থাকা পণ্য আদৌ কতটা কার্যকর, সেটাও খেয়াল রাখা দরকার।

অনেকক্ষেত্রে এই সকল খাবারে ক্ষতিকর উপাদান বেশি থাকে যা ওজন কমানোর বদলে বরং কোমড়ের মাপ বৃদ্ধি করে।

তাই ওজন কমাতে চাইলে এসব খাবারের ওপর নির্ভরতা বাদ দিয়ে বরং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন, 'নোমাদিস্তানিউট্রিশন ডটকম'য়ের প্রতিষ্ঠাতা, নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ এবং 'ইট ইউর ভিটামিন্স'য়ের লেখক মাস্কা ডেভিস।

'ইট দিস, নট দ্যাট' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি বলেন, "অধিকাংশ পণ্যের ওপরে 'ভেষজ', 'গ্লুটেইন-ফ্রি', 'প্রাকৃতিক' বা 'আঁশ-সমৃদ্ধ' লেখা থাকা মানেই এই নয় যে, এগুলো শতভাগ নিরাপদ বা কার্যকর। স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের আশায় এসব খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়ায়। তাছাড়া অনেকসময় এসব খাবার অনেক বাড়তি শর্করা, সোডিয়াম বা হাইড্রোজেনেইটেড উপাদানযুক্ত হয়ে থাকে।"

তথাকথিত 'স্বাস্থ্যকর' খাবার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওজন কমানোর পাশাপাশি শক্তি বাড়ানোও সম্ভব হয়। অন্যথায়, এগুলো ওজন কমানোর পথে বাঁধা সৃষ্টি করে।

সালাদ ড্রেসিং: ওজন কমাতে সালাদ খাওয়া ঠিকাছে। তবে বাজারে পাওয়া যায় এরকম বহু সালাদ ড্রেসিংয়ে থাকে সয়াবিন তেল, চিনি, কৃত্রিম স্বাদ, রং ও লবণ। তাছাড়া অনেকদিন পণ্যটি টিকিয়ে রাখতে 'প্রিজারভেটিভ'ও ব্যবহার করা হয়।

তাই সালাদ ড্রেসিং না খেয়ে টক দই দিয়ে সালাদ খাওয়া ভালো।

বেকারির খাবার: যতই 'লো ফ্যাট' লেখা থাকুক, বেকারির যেকোনো খাবারেই ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম স্বাদ, রং ও চিনি। মাফিন, কেক, বিস্কুট এরকম খাবার কেনার আগে তাই মোড়কের ওপর লেখা বিশ্বাস করেছেন তো ঠকেছেন।

লো ফ্যাট দুগ্ধজাত খাবার: দুধের তৈরি খাবার থেকে ফ্যাট বা চর্বি সরিয়ে ফেলা মানেই সেটা স্বাদহীন। তার তাতে বাড়তি স্বাদ আনতে ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম চিনি ও রং। বাজার থেকে এরকম খাবার কেনার বাদাম ও টাটকা ফল দিয়ে টক দই খাওয়া ভালো।

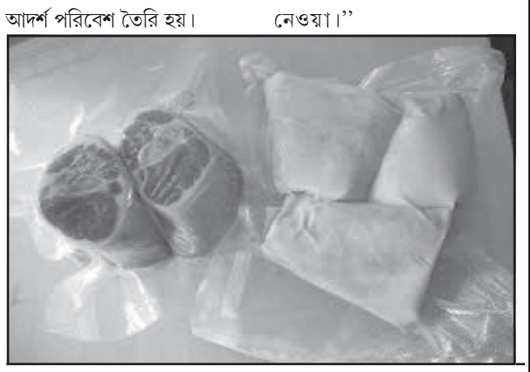

নারিকেল তেল: অনেক দেশেই নারিকেল তেল রান্নায় ব্যবহার করা হয়। মাথায় রাখতে হবে এই তেল মাখনের চাইতে ৫০ শতাংশ স্যাচুরেইটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ। ফলে দেহে বাজে কোলেস্টরল বাড়িয়ে দিতে পারে নারিকেল তেল।

বাদাম ও বাদামের মাখন: ওজন কমানোর জন্য এই দুই খাবারই ভালো। তবে প্রোটিনের দিকে লক্ষ্য না দিলে বেশি চর্বি গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। আর বাজার থেকে কেনা প্যাকেট ও বোতলে থাকা বাদাম ও বাদামের মাখন বা 'নাট বাটার' কেনার আগে উপাদানের দিকে নজর দিতে হবে। কারণ এগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেশানো থাকে অতিরিক্ত লবণ ও

হিমায়িত মাংস কক্ষ তাপমাত্রায় রাখার ঝুঁকি

বরফ গলতে যত দেরি হবে মাংসে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা ততই বাড়বে।

রান্না করার জন্য ফ্রিজ থেকে মাংস বের করে বাইরে রাখাটা প্রতিটি ঘরের সাধারণ চিত্র। কেউ পানিতে ভিজিয়ে রাখেন, সময় কম থাকলে কুসুম গরম পানি দেন।

কেউ আবার ওভেনে দিয়েও বরফ গলিয়ে নেন। আবার হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকলে রান্নাঘরের কক্ষ তাপমাত্রায় রেখেই বরফ গলিয়ে নেওয়া হয়।

অন্যান্য মাধ্যমগুলোর তুলনায় কক্ষ তাপমাত্রা হিমায়িত মাংস গলানো বেশি নিরাপদ।

তবে কোথায় মাংসটা রাখছেন, আবহাওয়ার তাপমাত্রা কতটুকু তার ওপর নির্ভর করে এই পদ্ধতিতেও ঝুঁকি আছে।

কারণ হিমায়িত যেকোনো খাবার দুই ঘণ্টার বেশি সময় বাইরে কাঁচা অবস্থায় ফেলে রাখলে তাতে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ ও বিস্তার হয় দ্রুত।

পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইট 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, "অপরদিকে আবহাওয়ার তাপমাত্রা যদি ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয় তাহলে খাবারে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়।

কাঁচা মাংস যতক্ষণ হিমায়িত আছে ততক্ষণ নিরাপদ। তবে তা যতই গলবে ততই বাড়তে থাকবে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের সম্ভাবনা।

আর এজন্যই খাদ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন কখনই রান্নাঘরের কোথাও রেখে হিমায়িত মাংস গলানো উচিত নয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় দুই ঘণ্টা আর গরমের দিনে মাত্র এক ঘণ্টা বাইরে থাকলেই ওই মাংস ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যাক্টেরিয়ার কারণে।

মাংসের পাশাপাশি ডিম দিয়ে তৈরি যেকোনো খাবারে একই মাত্রায় ঝুঁকি থাকে।

মাংস গলানো নিরাপদ উপায়

'দ্য ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'য়ের পরামর্শ অনুযায়ী, "ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে 'নরমাল ফ্রিজ'য়ের রেখে যেকোনো হিমায়িত খাবার গলানো সবচাইতে নিরাপদ। এতে খাবার ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট'য়ের অনেক নিম্ন তাপমাত্রায় থাকবে।"

"আবার কুসুম গরম পানিতে হিমায়িত খাবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনাও বিপদজনক। 'নরমাল ফ্রিজ'য়ে রাখা বাদে অন্যান্য নিরাপদ উপায় হল ঠাণ্ডা পানিতে রাখা। আর 'মাইক্রোওয়েভ ওভেন'য়ে দিয়ে গরম করে নেওয়া।"

সকালের যেসব অভ্যাস কোমরের পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে

নাস্তার পর পেট ফোলাভাব বা খিদে লাগাগু দুটোই সকালের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের লক্ষণ।

সকালের নাস্তায় যে খাবারগুলো ঝটপট তৈরি করে চটপট খেয়ে ফেলা যায়, সেগুলোর বেশিরভাগই ক্ষতিকর হয়, বিশেষত বাড়ন্ত কোমর কমানোর ক্ষেত্রে।

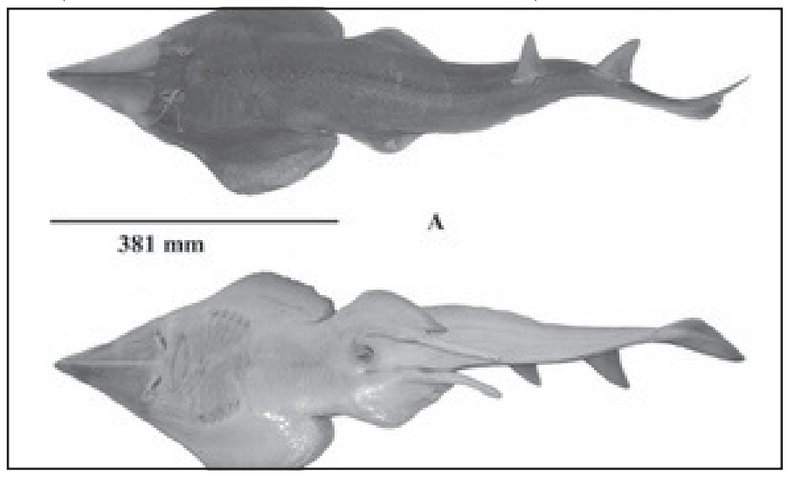

তাই কোমরের বেড় কমাতে চাইলে এমন খাবার খেতে হবে যা পেট ফোলাভাব কমায় কিংবা ওজন কমাতে সহায়ক।

সরল কার্বোহাইড্রেট: 'মাফিন', কেক কিংবা 'গ্রানোলা বার' দিয়ে সকালের নাস্তা সেরে ফেলা খুবই সহজ। তবে তা থেকে ক্রমেই কোমর বাড়তে থাকাও তেমনই সহজ।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্যালান্স ওয়ান সাপ্লিমেন্ট'য়ের সনদ স্বীকৃত পুষ্টিবিদ ট্রিস্টা বেস্ট বলেন, "সকালের নাস্তায় প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার অভ্যাস অনেক ঘরেই দেখা যায়। এই খাবারগুলো যে শষ্য থেকে তৈরি তা পর্রক্রিয়াজাত করা। আর তাতে কোনো পুষ্টি উপাদান অবশিষ্ট থাকে না বললেই চলে। বিশেষ করে 'আয়রন' আর বিভিন্ন ধরনের 'বি ভিটামিন' এগুলোতে থাকে না। ফলে এই খাবারগুলো ক্যালরি'তে ভরপুর থাকে, অনেকসময় তা হয় 'এম্পটি ক্যালরি'।" ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "আর এগুলো প্রকিয়াজাত হওয়ার কারণে শরীর দ্রুত সেগুলো খরচ করে ফেলে কর্মশক্তির উৎস হিসেবে। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায় এবং খাওয়ার পরপরই 'ইন্সুলিন' বেড়ে যায় দ্রুত।"

আরেক পুষ্টিবিদ জেইমি ফেইট বলেন, "এমন খাবারের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল দুধের সঙ্গে 'সিরিয়াল' যোগ করে খাওয়া। এই খাবার প্রায় আধা ঘণ্টাতেই শরীর খরচ করে ফেলে। ফলে কিছুক্ষণ পরই আবার ক্ষুধা লাগে। এতে কোমর বেড়ে যাওয়া আশঙ্কাও বাড়ে।"

উপায় কী?

ফেইট বলেন, "সকালের নাস্তায় এমন খাবার বেছে নিতে হবে যা বানানো ও খাওয়া সহজ হওয়ার পাশাপাশি তাতে থাকবে প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি ও ভোজ্য আঁশ। এতে পেট ভরা থাকবে লম্বা সময়। আর প্রক্রিয়াজাত 'কার্বোহাইড্রেইট' যে প্রভাব ফেলে ঠিক তার উল্টোটা করে এই খাবারগুলো।

যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ ড় জিনান বান্না বলেন, "জেলি মাখিয়ে পাউরুটি না খেয়ে সম্পূর্ণ শষ্য থেকে তৈরি রুটির সঙ্গে বাদামের মাখন বেছে নিতে হবে। সকালের নাস্তায় মিষ্টি কিছু খেতে চাইলে 'ফ্রুট স্প্রেড' বেছে নিতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে, তাতে থাকা চাই প্রোটিন, আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি।"

চিনি কম: 'এ টেস্ট অফ হেল'য়ের পুষ্টিবিদ এবং 'টেস্টিং ডটকম'য়ের বিশেষজ্ঞ রিচি-লি হটজ বলছেন, "সকালের নাস্তার পদগুলোতে যদি চিনি বেশি থাকে তবে তা কোমরের পরিধি বাড়াতে সহায়তা করবে। আর এই খাবারগুলো রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াবে, যা পরে আরও ক্ষুধা বাড়াবে এবং একসময় প্রয়োজনের চাইতে বেশি খাওয়া হয়ে যাবে অন্য বেলায়। তাই খাদ্যাভ্যাসের ভারসাম্য বজায় রাখার হিসাবটা সকালের নাস্তা থেকেই শুরু করতে হবে।" একেবারে না খেলেও বিপদ: ওজন কমাতে গিয়ে সকালে নাস্তাকে একেবারেই বাদ দিতে চাইলে তাতে হিতে বিপরীতটা ঘটবে। হটজ বলেন, "বিতর্ক থাকলেও অনেক বিশেষজ্ঞ দাবি করেন সকালের নাস্তা বাদ দিয়ে কোমর কমে না, উল্টো বাড়ে।

সমুদ্রে বাংলাদেশি গিটারফিশের নতুন প্রজাতি শনাক্ত

বাংলাদেশি গিটারফিশের নতুন একটি প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে। সামুদ্রিক এই মাছ দেখতে গিটারের মতো। পুরুষ মাছের দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে সাতশ' মিলিমিটার।

কক্সবাজারের সৈকতের ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটারের মধ্যে ২০-৩০ মিটার গভীরে দেখা মেলে এরকম গিটারফিশের।

স্থানীয়ভাবে গিটারফিশকে 'পীতাম্বরি' নামে চেনা হয়। হাজারবরশি ও দেওন্দি জালে ধরা পড়ে এসব মাছ।

বাংলাদেশি গিটারফিশ

তিন ধরনের গিটারফিশ মিলত কক্সবাজারের সৈকতের আশপাশে। বাংলাদেশি গিটারফিশ নিয়ে চার ধরনের প্রজাতি শনাক্ত হল দেশে।

মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী জ্যুট্যাক্সা এ উদ্ভাবন নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড় কাজী আহসান হাবীব নতুন এ সামুদ্রিক মাছের প্রজাতি আবিষ্কারে নেতৃত্ব দেন। তার সহযোগী ছিলেন মো. জায়িদুল ইসলাম।

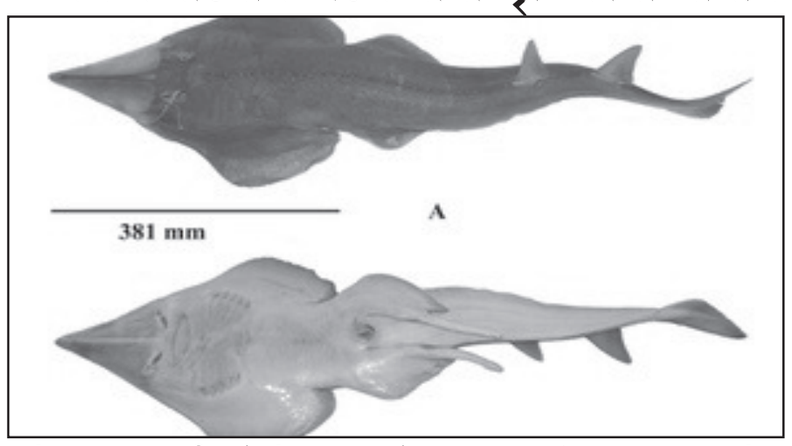

আহসান হাবীব বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, দুই বছর ধরে গবেষণার পর নতুন প্রজাতিটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত নিয়ে গবেষণা প্রবন্ধটি বিজ্ঞান জার্নালে স্থানও পেয়েছে। এটাকে 'বেশ বড় অর্জন' বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ড় আহসান জানান, গ্লুকোসটেগিডি পরিবারের প্রজাতিগুলোকে জায়ান্ট গিটারফিশ বলা হয়। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত জায়ান্ট গিটারফিশের আটটি প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। দুটি প্রজাতি ছাড়া বাকি সব গিটারফিশ সামুদ্রিক লোনা পানিতে বসবাস করে। তবে দুটি প্রজাতি মাঝে মাঝে ঈষৎ লোনা পানিতে আসে।

"দেখতে গিটারের মতো হওয়ায় এদেরকে গিটারফিশ বলা হয়।

'বাংলাদেশি গিটারফিশ' প্রজাতিটি বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় ডিএনএ বারকোডিংয়ের মাধ্যমে হাঙ্গর ও শাপলাপাতা জাতীয় মাছের প্রজাতি শনাক্তরন ও সংরক্ষণ পরিস্থিতি নিয়ে করা একটি গবেষণার সময় পাওয়া যায়; যাতে অর্থায়ন করে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

গষেষক জায়িদুল ইসলাম বলেন, "গিটারফিশ কক্সবাজারের অতি পরিচিত মাছ। স্থানীয়রা পীতাম্বরী নামে চেনে। কিন্তু সেখানে কয়েক ধরনের মাছ পেলেও নতুন প্রজাতিটি হয়ত চোখে পড়েনি। ২০১৯ সালে আমরা একটি গবেষণার কাজ করতে গিয়ে নিবিড়ভাবে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে নতুন মাছটি শনাক্ত করতে পেরেছি।"

তিনি জানান, তিন ধরনের গিটারফিশ পাওয়া যেত কক্সবাজারে। নতুন শনাক্তের পর চার ধরনের মাছ পাওয়া গেল এ প্রজাতির।

মাছের আদ্যোপান্ত

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দেহের গঠন, বাহ্যিক আকৃতি এবং ডিএনএ বারকোডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রজাতিটি শনাক্ত করা হয়। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় পাওয়া যায় বলে প্রজাতিটির ইংরেজি নাম দেয়া হয়েছে বাংলাদেশি গিটারফিশ।

পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য এবং এদের ডিএনএ বারকোডিং গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য মাছটির প্রধান উদ্ভাবক অধ্যাপক ড় কাজী আহসান হাবীব তার পিএইচডি সুপারভাইজার কোরিয়ার সমুদ্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইন্সটিট্যুট (কিওস্ট) এর অধ্যাপক ড় ইওনহোলী এর নামে মাছটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন গ্লুকোসটেগাস ইওনহোলী

বাংলাদেশি গিটারফিশ মাছটি রাইনোবেটিফরমিস বর্গের গ্লুকোসটেগিডি) পরিবারের গ্লুকোসটেগাস গণের একটি প্রজাতি।

আহসান বলেন, "গিটারফিশরা মহাবিপন্ন। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গিটারফিশদের সংরক্ষরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাথে নিয়ে এখনই যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। তা নাহলে গিটারফিশরা খুব বেশি দিন পরিবেশে টিকে থাকবে না।'

প্রাক্তনকে ভোলার সবচাইতে কার্যকর উপায়

সঙ্গীর প্রতি পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে যাওয়াটা এক ধরনের আসক্তি. যা কখনই ভালো নয়।

বিচ্ছেদের কারণটা যাই হোক, যে মানুষটা একসময় জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে বিরাজমান ছিল হঠাৎ তার অনুপস্থিতি মেনে নেওয়া দুজনের জন্যই কষ্টের।

আর যতই বলুন তাকে ভুলে গেছেন, নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন তো আসলেই কি তাকে পুরোপুরি ভুলতে পেরেছেন?

প্রাক্তনকে ভুলে যাওয়ার উপায় নিয়ে অনেকের অনেক ধরনের মতবাদ থাকলেও বিশেষজ্ঞরা বলেন, দ্রুত আর কার্যকর উপায় একটাই। যোগাযোগ বন্ধগুড্র বন্ধ মানে একেবারেই বন্ধ, সকল মাধ্যমেই বন্ধ। কয়েকদিনের প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়ত সহজ। তবে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক কিংবা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জুটির বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে বিষয়টা অত্যন্ত কঠিন, অনেকটা অসম্ভবও বলা যায়।

তবে যোগাযোগ বন্ধ না করলে সেই কষ্ট থেকে বের হওয়াও অসম্ভব। 'ড় রোমান্স'স গাইড টু ফাইন্ডিং লাভ টুডে'র রচয়িতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'সাইকোথেরাপিস্ট' ড় টিনা বি. টেসিনা বলেন, "তালাকের পর্যায়ে যখন আছেন তখন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্বটা আইনজীবীর ঘাড়েই থাকা উচিত, কিংবা পরিবারের গুরুজনরা। যদি সন্তান থাকে তবে নিজেদের যোগাযোগ এড়ানো সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে যতটুকু না করলেই নয় ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকুন।"

'বেস্টলাইফ ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "ফোন আর দেখা তো বন্ধ থাকবেই, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোও একে অপরকে বার্তা পাঠানো থেকেও বিরত থাকতে হবে।"

আরেক 'সাইকোথেরাপিস্ট' ও 'লাইসেন্সড ক্লিনিকাল সোসাল ওয়ার্কার' অ্যামি সোবেলম্যান বলেন, "বিচ্ছেদের পর প্রাক্তনের সঙ্গে আরেকবার কথা বলতে, দেখা করতে ইচ্ছা না হওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক। যোগাযোগের আগ্রহটা যদি দমাতে পারেন তবে প্রাক্তনকে মন থেকে সরানোর জন্য যে দূরত্বটা তৈরি হওয়া প্রয়োজন সেটা তৈরি হওয়ার সুযোগ হবে।"

টেসিনা বলেন, "প্রথমদিকে পরস্পর থেকে দূরে থাকাটা কষ্টের হবে। বিশেষত, যদি আপনি সম্পর্কের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকেন। সঙ্গীর প্রতি পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে যাওয়াটা এক ধরনের আসক্তি. যা কখনই ভালো দিক নয়। আর একমাত্র পুরোপুরি যোগাযোগ বন্ধ করতে পারলেই সেই আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। প্রথমে খুব কষ্ট হবে, পরে সহজ হয়ে আসবে।" বিচ্ছেদের কারণটা মনে রাখতে হবে যখনই প্রাক্তনের সঙ্গে যোগাযো করতে ইচ্ছা হবে তখনই মনে করতে হবে কেনো আপনারা আর একসঙ্গে নেই।

নিউ জার্সির 'রিলেশনশিপ অ্যান্ড কমিউনিকেশন এক্সপার্ট' ক্লোয়ি বেলাতোরে বলেন, "পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হবে আপনার নিজের মনেই। প্রাক্তনের সঙ্গে কথা চালিয়ে গেলে কখনই কোনো সুস্থ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তাই যোগাযোগ বন্ধ করে প্রাক্তনকে ছাড়া জীবনে মানিয়ে নেওয়া অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।" তাকে মনে পড়ার অর্থ এই নয় যে দেখা করতে হবে বিরহের সময়টাতে প্রাক্তনকে মনে পড়া স্বাভাবিক ঘটনা। মনে পড়া মানেই এই নয় যে আপনাদের একসঙ্গে থাকাটাই বিধির বিধান। এই সময়টাতে বিভিন্ন ঘটনা ও অনুভূতিকে কোনো অলৌকিক ইঙ্গিত হিসেবে মনে করে নেওয়াটা খুব সহজ ব্যাপার। তবে আসলে সেখানে কোনো ইঙ্গিত নেই। আর মনে পড়ার মাত্রা কমাতে স্মৃতি তো মুছে ফেলা সম্ভব নয়। যতটুকু সম্ভব তা হল প্রাক্তনের স্মৃতি বিজড়িত যেকোনো কিছু চোখের সামনে না রাখা। ফোন থেকে প্রাক্তনের ছবি মুছে ফেলতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ান, বেড়াতে যান, পরিবারকে সময় দিন। যতটা কম একা থাকা যায় এসময় ততই ভালো।

পেট্রপনে্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ ,নরেন্দ্র মোদীর কুশপুত্তলিকা দাহ

বাঁকুড়া, ৭ জুলাই (হি. স.) : পেট্রল সহ" পেট্র পনে্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল।গত দেড় বছরের মধ্যে দেশে পেট্রোপণ্যের সর্বকালীন রেকর্ড মাত্রায় মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে সারা দেশজুড়ে গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের হেঁসেল থেকে হাটে বাজারে সর্বত্র আগুন জ্বলছে। এই মূল্যবৃদ্ধির আঁচ লেগে মানুষ দিশেহারা। এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বুধবার বাঁকুড়ার শালতোড়া বিধানসভার শালতোড়া, মেজিয়া ও গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের ১২ টি পেট্রলপাম্পের সামনে ধর্না অবস্থানে বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে তৃণমূল দলসহ সমস্ত শাখা সংগঠনগুলিও যোগ দেয়।

এই বিক্ষোভে গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের আমডাঙ্গা পেট্রল পাম্পের সামনে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান। এখানে উপস্থিত ছিলেন দলের ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ কর্মকার, ব্লক সম্পাদক নিমাই মাজি, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জীতেন গরাই, যুবনেতা মানিক মন্ডল সহ অনেকেই। নিমাই মাজি বলেন, দেশজুড়ে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের আঁচ লেগে মানুষ মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেট দালাল আদানি-আম্বানিরা ঠাণ্ডা ঘরে বসে ক্রুর হাসি হাসছেন। নরেন্দ্র মোদী সম্রাট নিরোর কায়দায় দাড়িতে হাত বুলিয়ে আয়েস করছেন।

ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ কর্মকার বলেন, পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি দৈনিক যে হারে নিজের রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়ছে তাতে পুজোর আগেই ১২০ টাকা ছাড়িয়ে যাবে মনে হচ্ছে। অবিলম্বে পেট্রোল ডিজেল ও গ্যাসের দাম না কমালে এবার পার্লামেন্টেও আগুন জ্বলবে। দলের গঙ্গাজলঘাটি ব্লক যুব সভাপতি তারাশংকর মন্ডলের নেতৃত্বে কলগোড়া পেট্রোলপাম্পের সামনে প্রায় দুঘন্টা ধরে অনুরূপ বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে। শালতোড়া ব্লক সভাপতি সন্তোষ মন্ডলের নেতৃত্বে শালতোড়া, সুবদা মোড় এবং মেজিয়ায় মলয় মুখার্জির নেতৃত্বে মেজিয়া, তেওয়ারি ডাঙা, জেমুয়া প্রভৃতি পেট্রলপাম্পের সামনে বিক্ষোভ ধরনা অবস্থান করে প্রতিবাদ জানানো হয়। যুব সভাপতি তারাশঙ্কর মন্ডল বলেন, ১৯৭৩ সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকার ৭ পয়সা পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে ছিলেন বলে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা অটলবিহারী বাজপাই গরুর গাড়ি নিয়ে পার্লামেন্ট অভিযান করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদিকে তার পূর্বসূরীর কথা মনে করিয়ে দিতে চাই বলে হুঁশিয়ারি দেন শালতোড়া বিধানসভার পরাজিত প্রার্থী সন্তোষ মন্ডল। হিন্দুসান সমাচার / সোমনাথ

২০০৯ সালে লোকসভা ভোটেও দাঁড়ান ধৃত আইনজীবী সনাতন

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : ২০০৯ সালে লোক জনশক্তি (এলজেপি) পার্টির হয়ে দমদম থেকে লোকসভা ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতারণা মামলায় ধৃত সনাতন রায়চৌধুরী। নির্বাচন কমিশনের নথি ঘেঁটে, এবার এমনই তথ্য সামনে এল।

সূত্রের খবর, সরকারি প্রতিনিধি সেজে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যাওয়া হোক বা রাজভবনের ঠিকানা দিয়ে প্রতারণাসব ঘাটের জলই খেয়ে খেয়েছেন। তাহলে আর রাজনীতিই বা বাদ থাকে কেন! সেখানেও বিচরণ করে ফেলেছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের নথিতে দেখা গিয়েছে, ২০০৯ সালে তৃণমূলের সৌগত রায়, সিপিএম-এর অমিতাভ নন্দী, বিজেপি-র তপন শিকদার, বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র দুলালচন্দ্র দাস এবং নির্দল প্রার্থী সুনীল পালের সঙ্গে দমদম থেকে ভোটে দাঁড়ান সনাতন। পেশাদার রাজনীতিকদের সঙ্গে লড়াইয়ে তালিকায় সবার শেষে ঠাঁই হয়েছিল সনাতনের। তবে ৫ হাজার ২৬৫ জন তাঁকে ভোট দিয়েছিলেন।

নির্বাচনে নাম লেখানোর আগে নিয়ম মেনে নির্বাচন কমিশনের কাছে হলফনাও জমা দিয়েছিলেন সনাতন। তা এখন খুঁটিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। প্রভাবশালীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কলকাতার বুকে রাজ্য সরকার এবং সিবিআইয়ের আইনজীবী সেজে প্রতারণা চালিয়ে যাওয়া সনাতনের হাত অনক লম্বা বলে সন্দেহ তাঁদের। সনাতন আদৌ কলকাতা হাই কোর্টের আইনজীবী কি না, তা খতিয়ে দেখছে হাই কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনও।

গড়িয়াহাট থানা সূত্রে খবর, ধৃত সনাতন রায়চৌধুরী নিজেকে সিবিআইয়ের বিশেষ আইনজীবী বলেও দাবি করত। তাঁর গাড়ির সামনে 'অ্যাডভোকেট'-এর পাশাপাশি 'সিবিআই' লেখা স্টিকারও রয়েছে। এ নিয়ে পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সনাতন দাবি করে, সে রাজ্য সরকারের হয়ে সিবিআই মামলা লড়ে স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলে। এমনিতে সে হাই কোর্টের আইনজীবী। নীলবাতি লাগানো দামী গাড়ি নিয়ে সোমবার রাতে আর্মহার্স্ট স্ট্রিট দিয়ে যাওয়ার সময়ে পুলিশের নজরে পড়ে সনাতন। গাড়ি থামিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসবাদের পর একাধিক অসঙ্গতি পেয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, গড়িয়াহাট এলাকায় নিজের ভুয়ো পরিচয় দিয়ে বেআইনিভাবে জায়গা-জমি দখল করার চেষ্টায় ছিল সনাতন। এর বাজারমূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা।

বিজেপির যুব সভাপতির পদ থেকে সৌমিত্র খাঁর ইস্তফা

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি.স.) : বুধবার রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। ফেসবুকে পোস্ট করে এ কথা ঘোষণা করেছেন সৌমিত্র। একুশের ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে সৌমিত্রর দলত্যাগের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা চলছে। তাঁর স্ত্রী সুজাতা খাঁ ভোটের আগে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। আরামবাগ বিধানসভায় প্রার্থীও হয়েছিলেন সুজাতা। ভোটের পর কৌতূহল তৈরি হয় যে সৌমিত্রও কি সেই পথ অনুসরণ করবেন? যুব মোর্চার সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেও আপাতত সেই জল্পনায় জল ঢালতে চেয়েছেন সৌমিত্র। তিনি ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, "আজ থেকে আমি আমার ব্যক্তিগত কারণে যুব মোর্চার সভাপতি পদ থেকে অব্যাহতি নিলাম"। তবে এও লিখেছেন, "বিজেপিতে ছিলাম, বিজেপিতে আছি, বিজেপিতেই থাকব।"

এদিন সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে বাংলা থেকে স্থান পেতে চলেছন বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর এবং কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। একদিকে যখন সেই ছবি উজ্জ্বল, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে হঠাত সৌমিত্রর ইস্তফা দিয়েছেন, এর বেশি তার আর ব্যাখ্যা দেননি। তবে অনেকের মতে, দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর চাপ তৈরির কারণে ইস্তফা দিতে পারেন তিনি। একুশের ভোটের পর বাংলায় বিজেপির সংগঠন যখন নতুন করে সাজাতে চাইছেন অমিত শাহরা তখন সৌমিত্রর এই ইস্তফা তাতপর্যপূর্ণ। কদিন আগে শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে নিশীথ ও সৌমিত্রকে নিয়ে বৈঠক করেছিলেন অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রে খবর, রাজ্য সংগঠনে তরুণদের আরও সামনে আনার কৌশল নিতে পারেন মোদী-শাহ। এরই মধ্যে বুধবার সকালে মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানের আগে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে দেখা যায় নিশীথকে। অনেকের মতে, নিশীথকে মন্ত্রী করাতেই হয়তো অসন্তুষ্ট সৌমিত্র। তিনিও সম-মর্যাদা দাবি করে দলের নেতাদের বার্তা দিতেই হঠাত ইস্তফা দিয়েছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা মোটেই যথেষ্ঠ নয়, দাবি অমিত মালব্যর

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আরোপিত পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা মোটেই যথেষ্ঠ নয়। বুধবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকার পর এই মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। অমিতবাবু টুইটে লিখেছেন, "বিচার বিভাগকে দুর্বল আলোতে দেখানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর কলকাতা এইচসি দ্বারা আরোপিত পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা একটি সামান্য পরিমাণ ।আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের ক্ষয় ঘটানোর সম্ভাবনা এবং কৃতিত্বের সম্ভাবনা বিবেচনা করে এই পরিমাণ আরও বেশি হওয়া দরকার ছিল। ভোটের সময় তিনি নির্বাচন কমিশনকে একইভাবে বদনাম করেছিলেন। প্রসঙ্গত, বুধবার নন্দীগ্রাম মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ। এই মামলা শুনবেন না বলে জানিয়ে দিলেন তিনি। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

কলকাতায় হাত-পা বেঁধে তরুণীকে গণধর্ষণ, লুঠ ১৫ লক্ষ টাকা-গয়না

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি.স.) : খাস কলকাতায় বাড়িতে ঢুকে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। হাত-পা বেঁধে তরুণীকে গণধর্ষণের পর বাড়ি থেকে ১৫ লক্ষ টাকা-সহ প্রচুর সোনার গয়না লুঠ করার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুরের ঘটনায় বুধবার তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। গার্ডেনরিচ থানা এলাকার বাসিন্দা ওই নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার রীতিমতো আতঙ্কিত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে গার্ডেনরিচ থানায় গণধর্ষণ ও লুঠপাটের অভিযোগ দায়ের করে ওই নির্যাতিতার পরিবার। অভিযোগে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় গার্ডেনরিচ থানা এলাকার পাহাড়পুর রোডের ওই ভাড়াবাড়িতে একাই ছিলেন তরুণী। তিনি একটি বিউটি পার্লারে কাজ করেন। তাঁর মা-বাবা একটি গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করেন।

নির্যাতিতার দাবি, কাজে বেরনোর আগে প্রতিদিন মা-বাবা বাইরে থেকে দরজা তালাবন্ধ করে দিয়ে চলে যেতেন। এদিনও তাই করেছিলেন। দুপুর নাগাদ দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে পড়ে তরুণীর হাত-পা বেঁধে শোয়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে। এরপর পাশের একটি ঘরের আলমারি ভেঙে ১৫ লক্ষ টাকা ও সোনার গয়না লুঠ করে।

এদিন সকালে তরুণীর বাড়িতে যায় ফরেনসিক দল। তদন্তে নেমে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসছে। বাইরে থেকে দরজায় তালা দেওয়া থাকলে ঘরে ঢুকল কী করে দুষ্কৃতীরা, তালা ভেঙে ঢোকা ছাড়া তো উপায় নেই? দুষ্কৃতীরা কি তরুণীর পূর্ব পরিচিত? যদিও পড়শিদের দাবি, দুপুরে তালা ভাঙার কোনও আওয়াজ পাননি তাঁরা। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শীর্ষসম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি দলে সনাতন জালিয়াতের দাবিতে হতবাক গোয়েন্দারা

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : ধৃত 'প্রতারক' আইনজীবী সনাতন রায়চৌধুরী দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ব্রিকস' শীর্ষসম্মেলনে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের প্রতিনিধি দলে ছিলেন বলে তাঁর দাবি। তাঁকে জেরার পর গোয়েন্দারা হতবাক।

গোয়েন্দাদের মনে হচ্ছে ধৃত দেবাঞ্জনের মতই বড় চমক সনাতন। বরং আরও এক কাঠি উপরে। পুলিশ সূত্রে খবর, সনাতনকে জেরা করতেই উঠে আসছে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। তদন্তকারীদের প্রশ্নের জবাবে সনাতন জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে দক্ষিণ অফ্রিকার জোহানেসবার্গ শহরে 'ব্রিকস' সম্মেলনে বিদেশমন্ত্রকের প্রতিনিধি দলে ছিলেন তিনি। সেবারের সম্মেলনে উপস্থিতি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। প্রসঙ্গত, ব্রাজিল, রাশিয়া, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে তৈরি 'ব্রিকস' গোষ্ঠী।

উল্লেখ্য, সোমবার 'ভুয়ো' সরকারি আধিকারিক সনাতনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গড়িয়াহাট থানার পুলিশের হাতে নীলবাতির গাড়ি-সহ গ্রেফতার হন কলকাতার হাই কোর্টের ওই আইনজীবী। অভিযোগ, নিজেকে সরকারি আধিকারিকের পরিচয় দিয়ে এতদিন একাধিক জালিয়াতির করে এসেছেন তিনি। নীলবাতি লাগানো গাড়ির সামনে 'অ্যাডভোকেট' লেখা স্টিকার লাগিয়ে ঘুরতেন বরানগরের মণ্ডলপাড়ার বাসিন্দা সনাতন। কোন কোন কুকর্মের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন তিনি, নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ইস্কনের রথযাত্রা এবার শুধুই নিয়মরক্ষার

নদিয়া, ৭ জুলাই (হি. স): এবারের রথযাত্রা শুধুই নিয়ম রক্ষা। তাই তিনটি আলাদা আলাদা রথে নয়, একই রথে সওয়ারী হবেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা।

আগামী ১২ জুলাই সোমবার নদিয়ার মায়াপুর ইস্কন মন্দিরে অনাড়ম্বরভাবে অনুষ্ঠিত হবে রথযাত্রা। রথ চলাকালীন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মন্দির চত্বরে ভক্তদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকছে। সেই সময় ইস্কনে প্রবেশের সমস্ত গেট বন্ধ থাকবে। এ বছরও অতিমারী পরিস্থিতির কারণে মায়াপুর রাজাপুর থেকে রথযাত্রা বের হবে না। তবে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার না থাকলেও ভক্তরা বাড়িতে বসেই ভার্চুয়ালি রথ দেখতে পারবেন বলে ইস্কন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। ইস্কন মন্দিরের গদাভবনে থাকা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার ছোট বিগ্রহ বের হবে এবারের রথযাত্রায়। সরকারি বিধিনিষেধ মেনে ৫০ জন ভক্ত এই রথযাত্রায় অংশ নিতে পারবেন। সেখানে পুজারী এবং রথের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরাই কেবল থাকবেন। স্বল্প সময়ের জন্য এই অনুষ্ঠান হবে। ভিড় এড়াবার জন্য ইস্কন চত্বরে পুরোপুরি ঘুরবে না রথ। গদাভবন থেকে বের হয়ে ব্রহ্মচারী নিউ বিল্ডিং এবং সংকীর্তন বিল্ডিং হয়ে পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরে আসবে। প্রায় দেড়শো থেকে আড়াইশো মিটার পথ অতিক্রম করে পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরেই শেষ হবে। এবছর পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরকেই জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অন্য বছর মাসির বাড়ি থাকাকালীন জাঁকজমক ও ভক্তদের মধ্যে যে উন্মাদনা থাকে এবছর তা দেখা যাবে না। গত বছরও করোনা পরিস্থিতিতে দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্তদের উপস্থিতি ইস্কন চত্বরে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাদেবীকে নিয়ে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে তিনটি সজ্জিত রথ পরিক্রমা করেছিল। এবার তা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ রাখা হয়েছে। ইস্কনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, রাজাপুরের জগন্নাথ মন্দির থেকে এবারও রথ বের হচ্ছে না। দেশ-বিদেশের ভক্তদেরও আসার প্রশ্ন নেই। তবে নিয়ম রক্ষার জন্য ইস্কন মন্দির চত্বরে সংক্ষিপ্ত আকারে রথযাত্রার বের করা হবে। সর্বসাধারণ ঘরে বসেই ভার্চুয়ালি রথযাত্রা দেখতে পারবেন। রথ চলাকালীন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মন্দিরের সমস্ত গেট বন্ধ থাকবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ সোয়েল

নদিয়ায় ভোটপরবর্তী হিংসা, অভিযোগ খতিয়ে দেখলেন খতিয়ে দেখলেন কমিশনের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল

নদিয়া, ৭ জুলাই(হি. স) : ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় মানবাধিকার কমিশনে নদিয়া জেলা থেকে প্রায় ২০০ টি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার দুপুরে নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউসে আসেন কমিশনের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল। এরপর বুধবার সকাল থেকে ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নদিয়ার ভীমপুর ও কৃষ্ণনগর মহিলা থানায় গিয়ে রাজ্য পুলিশের আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন।

তবে কমিশনে এতগুলি অভিযোগ সত্বেও জেলার বিভিন্ন থানায় ওই অভিযোগের সংখ্যা হাতেগোনা। এমনকী বিজেপির দুই সাংগঠনিক পার্টি অফিসে কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ থাকার অভিযোগের বেশ ফারাক রয়েছে। এই ঘটনা সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, দলের নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলায় ভোট-পরবর্তী হিংসায় মোট ৫০ জন কর্মী সমর্থক আক্রান্ত হয়েছিলেন। এছাড়াও গত ১৪ মে চোপড়ার হৃদয়পুরে আক্রান্ত হন বিজেপি কর্মী ধর্ম মন্ডল। ১৬ মে তিনি কলকাতার একটি হাসপাতালে মারা যান। দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার ১৩০ জন বিজেপি কর্মী সমর্থক ভোট-পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। বিজেপির এই সাংগঠনিক জেলাতে উত্তম ঘোষ নামে এক কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রানাঘাট মহাকুমার অধীনে থাকা ছ"টি থানায় শুধুমাত্র তিনজন বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এছাড়া কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিজেপির দক্ষিণ সাংগঠনিক সহ-সভাপতি বিপুল উকিল বলেন, ভোট-পরবর্তী হিংসায় আমাদের দলের যাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই কৃষ্ণনগরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন। বিজেপির উত্তর সাংগঠনিক জেলার মিডিয়া কনভেনার সন্দীপ মজুমদার বলেন, ওই সময় আমাদের কর্মীরা আক্রান্ত হলেও পুলিশ অভিযোগ নেয়নি। একাধিকবার পুলিশ প্রশাসনের কাছে দরবার করলেও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই সরাসরি কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। রাজ্য সরকার হিংসা আটকাতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও গেরুয়া শিবিরের এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। নদিয়া জেলার তৃণমূলের মুখপাত্র বাণী কুমার রায় বলেন, আদালতের নির্দেশে ওই কমিশনের প্রতিনিধিরা এসেছেন। তাঁদের আমরা সম্মান জানাই। আশা করি তাঁরা নিরপেক্ষভাবে অভিযোগের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবেন। তবে বিজেপির কাজই হল রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করা। হিংসা আটকাতে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এমনকি ভোটের আগে ও পরে আত্মহত্যার ঘটনাকে ওরা রাজনৈতিক রং লাগিয়েছিল। কিন্তু বাংলার মানুষের সমর্থনে তৃণমূল আবারও সরকার গঠন করেছে। পেট্রল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিজেপির এখন কোনও মাথাব্যথা নেই। তাই ওরা এসব অপপ্রচার করছে। একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কমিশনের দায়ের হওয়া অভিযোগের মধ্যে অনেক অভিযোগকারীর এখন দেখা মিলছে না। এমনকী একই ঘটনায় একাধিক ইমেল করে কমিশনে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। এদিন কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি মহিলা থানায় এসে ওই প্রতিনিধি দলের এক সদস্য বলেন, অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এখানে এসেছিলাম। তবে কিছুই মেলেনি। রাজনৈতিক মহলের অনেকেই বলেন, শুধুমাত্র এই জেলা নয়, রাজ্যের অন্যান্য জেলা থেকেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে এই ধরনের প্রচুর অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। মূলত বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বাস্তবের সঙ্গে সেই অভিযোগের বিস্তর ফারাক দেখা যায়। এমনকী বেশ কয়েকটি জেলায় পাহাড়প্রমাণ অভিযোগ করে, পরবর্তীতে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে পদ্ম শিবিরকে। হিন্দুস্থান সমাচার

রাজ্য বাজেটে হরেক ঘোষণার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : বাজেটে একগুচ্ছ ঘোষণার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন থেকে রাজ্যের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, বাজেট নিয়ে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের ক্যাম্প হবে। 'দুয়ারে ত্রাণ'-এর জন্য ৪ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। জমি-বাড়ি-ফ্ল্যাটের দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য ২ শতাংশ কমল স্ট্যাম্প ডিউটি। সব ধরনের দলিলের রেজিস্ট্রেশনের বাজারদর ১০ শতাংশ কমানোর প্রস্তাব। এখন থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনে মিলবে জোড়া সুবিধে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একশো দিনের কাজে দেশে বাংলা এক নম্বরে। রঘুনাথপুরে ৭২ হাজার কোটি টাকার শিল্প আসছে। সিলিকন ভ্যালিতে হাজার কোটির বেশি বিনিয়োগ এসেছে। যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ।

আগের অর্থবর্ষে ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬৭৭ কোটির বাজেট ছিল। ২০২১-'২২-এ তা বেড়ে ৩ লক্ষ ৮ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা হয়েছে। ২০.৭ শতাংশ বেড়েছে, জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ ছাড়াও সরকারপক্ষের দাবি এ দিনের রাজ্য বাজেটে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে

* কৃষক বন্ধু প্রকল্পের জন্য ২ হাজার কোটির বেশি বরাদ্দ হয়েছে।
* স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের জন্য ১ হাজার ৯০০ কোটি বরাদ্দ।
* স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
* পরিবেশ খাতে ৯৭.৪৬ কোটি বরাদ্দ হয়েছে। এই খাতে আগামী অর্থবর্ষে ৯৭.৪৬ কোটি বরাদ্দ হয়েছে।
* অপ্রচলিত এবং পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগের জন্য ৭৪.৩১ কোটি বরাদ্দ হয়েছে।
* বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৭০.১১ কোটি বরাদ্দ হয়েছে।
* জিডিপিতে ১.১২ শতাংশ বৃদ্ধি।
* জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার খাতে বরাদ্দ হল ৩৮১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা।
* জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জলের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩ হাজার ৫৭৯ কোটি ৫৭ লক্ষ কোটি টাকা।
* পরিবহণ খাতে ১ হাজার ৭৩৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হল।
* পূর্ত বিভাগের জন্য বরাদ্দ হল ৬ হাজার ৩৮৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।
* ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে ১ হাজার ৪১৭ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হল।
* বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ ২ হাজার ৫৯৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।
* পুর ও নগরোন্নয়ন বিবাগের জন্য ১২ হাজার ৪৪৬ কোটি ২২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ।
* পণ্য পরিষেবা করে ১৪টি সংশোধনীর প্রস্তাব আনা হয়েছে।
* উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ৭৭৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা
* সুন্দরবন বিষয়ক খাতে বরাদ্দ ৫৭৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা।
* পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন খাতে ৬৭২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ।
* স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক বিবাগের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১১ হাজার ৯৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ কোটি টাকা।
* কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য ২৭৩ কোটি ১৫ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হল।
* বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা খাতে ২ হাজার ১০৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য।
* অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের জন্য ৪৩৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হল।
* তথ্যপ্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য বরাদ্দ ১৮৩ কোটি এবং ৫১ লক্ষ কোটি টাকা।
* উপভোক্তা বিষয়ক খাতে বরাদ্দ ১১৪ কোটি ১৫ লক্ষ কোটি টাকা।
* পর্যটন খাতে বরাদ্দ ৪৫৭ কোটি টাকা।
* সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন বিভাগে বরাদ্দ ৭১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা পর্যটন খাতে বরাদ্দ ৪৫৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা।
* সংশোধন প্রশাসন বিভাগের জন্য বরাদ্দ ৩৩৭ কোটি ৩৪ লক্ষ কোটি।

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র বিভাগের জন্য বরাদ্দ ১ হাজার ১৪৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা।

* কোভিড পরিস্থিতিতে জমি-বাড়ি কেনাবেচার ক্ষেত্রে বড় ছাড়ের প্রস্তাব রাজ্যের। একদিকে দলিল রেজিস্ট্রেশনে খরচ ১০ শতাংশ কমানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তেমনই একাধিক ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটিতে ২ শতাংশ ছাড়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
* কোভিড পরিস্থিতিতে ধাক্কা খেয়েছে পরিবহণ ক্ষেত্র। সে কথা মাথায় রেখে চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রোড ট্যাক্স এবং অতিরিক্ত কর মকুবের প্রস্তাব দেওয়া হল।
* লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে জোর রাজ্য সরকারের।
* আগামী পাঁচ বছরে দেড় কোটি কর্মসংস্থান তৈরি করার প্রস্তাব।
* কোভিড টিকাকরণের ক্ষেত্রে দেশে একনম্বর রাজ্য। দাবি বাজেট প্রস্তাবে।
* চলতি অর্থবর্ষের (২০২১-২০২২) জন্য ৩,০৮,৭২৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। ব্যয় বরাদ্দ বাড়ল।
* কৃষকদের বার্ষিক ১০ হাজার সহায়তা প্রদান।
* রাজ্য বাজেটে সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধি করা হল।
* দুয়ারে রেশন প্রকল্পে ব্যয় বরাদ্দ করা হল।
* মহিলা ও শিশু কল্যাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি।

ডায়মন্ড হারবারে রহস্য মৃত্যু যুবকের, খুনের অভিযোগে আটক দুই

ডায়মন্ড হারবার, ৭ জুলাই (হি.স.) এক যুবকের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতের নাম এন্দাদুল শাহ(২৫)। বুধবার বিকেলে স্থানীয় একটি জলাশয় থেকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় এন্দাদুলের মৃতদেহ উদ্ধার করে পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবারের মাঝেরহাট এলাকায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ খুন করা হয়েছে এন্দাদুলকে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হন এন্দাদুল। এরপরে রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় পরিবারের কেউ যোগাযোগ ও করতে পারেনি। বুধবার সকালে পরিবারের সদস্যরা এ বিষয়ে পারুলিয়া কোস্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ নিখোঁজ এন্দাদুলের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি শুরু করে। ঘটনার জেরে ওবিরুল পাইক নামে এক যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। এই ওবিরুলের সাথেই মঙ্গলবার শেষবার দেখা গিয়েছিল এন্দাদুলকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ হদিস পায় এন্দাদুলের। এলাকার একটি জলাশয় থেকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার হয় এন্দাদুলের মৃতদেহ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশেরও প্রাথমিক অনুমান খুন করা হয়েছে এন্দাদুলকে। কিন্তু কেন এবং কারা তাঁকে খুন করল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আপাতত দুজনকে এই ঘটনায় আটক করেছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান টাকা পয়সা সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই খুন করা হয়েছে এন্দাদুলকে। হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

কুপওয়ারায় নিকেশ শীর্ষ হিজবুল জঙ্গি আইজিপি বললেন বিরাট সাফল্য

শ্রীনগর, ৭ জুলাই (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার হান্দওয়ারায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ কমান্ডার মেহরাজুদ্দিন হালওয়াই ওরফে উবাইদ। বহু সন্ত্রাসী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল উবাইদ। শীর্ষ হিজবুল কমান্ডারের মৃত্যুর পর কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, 'বিরাট সাফল্য।' কুপওয়ারা জেলার হান্দওয়ারার ক্রালগুন্দের পাজিপোরা-রেনান এলাকার ঘটনা। কাশ্মীরের আইজিপি জানিয়েছেন, মেহরাজুদ্দিন হালওয়াই বহু পুরানো জঙ্গি এবং সাধারণ নাগরিক, সরপঞ্চ, পুলিশ ও সুরক্ষা বাহিনীকে হত্যায় জড়িত ছিল। আইইডি ও গ্রেনেড হামলার সঙ্গেও জড়িত ছিল সে।'

কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানায় হয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে চেকিংয়ের সময় পুলিশ ওই হিজবুল কমান্ডারকে গ্রেফতার করেছিল। তাকে জেরা করাও হয়েছিল। ওই জঙ্গির আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধারের জন্য হান্দওয়ারার ক্রালগুন্দের পাজিপোরা-রেনান এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ, সেনাবাহিনী ও সিআরপিএফ। শেষ স্পটে নিজের একে-৪৭ রাইফেল থেকে সে গুলি চালাতে শুরু করে। দীর্ঘ সময় ধরে গুলির লড়াই চলে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ কমান্ডার মেহরাজুদ্দিন হালওয়াই ওরফে উবাইদের। এদিন সকালে কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, 'কুপওয়ারা এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে শীর্ষ হিজবুল কমান্ডার মেহরাজুদ্দিন হালওয়াই ওরফে উবাইদ। বহু সন্ত্রাসী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল উবাইদ। এটা বিরাট সাফল্য।'

ফের মূল্যবৃদ্ধি ! দিল্লি ও কলকাতায় ১০০ টাকা ছাড়াল পেট্রোল

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি.স.): ফের বাড়ল পেট্রোলের দাম, মূল্যবৃদ্ধির দৌড়ে পিছিয়ে নেই ডিজেলও। বাড়তে বাড়তে দিল্লি ও কলকাতায় ১০০ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। দিল্লি ও কলকাতার পাশাপাশি ভোপালে ১০৯ টাকা ছুঁইছুঁই পেট্রোলের দাম, মুম্বইয়ে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.২৫ টাকা। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। বুধবার বাহনে পেট্রোল অথবা ডিজেল ভরতে গিয়ে কেউ বলেছেন, 'কোভিড-পরিস্থিতি বেতন বাড়েনি, কিন্তু পেট্রোলের দাম বেড়েই চলেছে। মানুষের কথা সরকার তো শুনছেই না, বিরোধীরাও কর্ণপাত করছে না।' কেউ আবার বলেছেন, 'জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি রুখতে অপারগ সরকার।'

বুধবার মূল্যবৃদ্ধির পর রাজধানী দিল্লিতে লিটারপ্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০০.২১ টাকা এবং ডিজেল ৮৯.৫৩ টাকা। কলকাতায় পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত দাম, যথাক্রমে-১০০.২৩ টাকা প্রতিলিটার পেট্রোল এবং ৯২.৫০ টাকা প্রতিলিটার ডিজেল। মুম্বইয়ে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০৬.২৫ টাকা এবং ডিজেল ৯৭.০৯ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০১.০৬ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.০৬ টাকা। বেঙ্গালুরুতে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০৩.৫৬ টাকা এবং ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৯৪.৮৯ টাকা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সামান্য বৃষ্টিতেই উদয়পুর পুর এলাকায় জলমগ্ন হচ্ছে বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ জুলাই।। বিগত একটানা পঁচিশ বছর শাসন ক্ষমতায় থেকেও একতরফা ভাবে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ভাবে ড্রেন নির্মাণের ফলে সামান্য একটু বৃষ্টি হলেই গোটা এলাকার জল ঢুকে জলমগ্ন হয়ে পড়ে উদয়পুর পুরপরিষদ ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকার বহু বাড়িঘর-রাস্তা ঘাট - পুকুর-খালবিল। গতকাল ভোর থেকে একটানা বৃষ্টিতে উদয়পুর পুর পরিষদের গীত ভারতী পাড়া, সোনামুড়া চৌমূহনী, ভি ভি আই রোড বলে পরিচিত ডাকবাংলো রোডের মহকুমা শাসক- মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, অতিরিক্তি পুলিশ সুপারের সরকারী আবাসস্থলের রাস্তা জলমগ্ন হয়ে যায়। এছাড়াও উদয়পুর মহাকুমাধীন খিলপাড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আমতলা এলাকার স্বর্গীয় অমৃত নিয়োগীর স্ত্রী চন্দনা নিয়োগীর বাড়িতে পুরো খিলপাড়া এলাকার জলে প্লাবিত হয়ে যায়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ বাড়ির লোকজন দীর্ঘ দিন ধরে পূর্ত দপ্তর সহ মহাকুমা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সুরাহা পায়নি বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চন্দনা নিয়োগী জানান উনার বাড়ির পাশ দিয়ে স্থানীয় লোকজন ওটিপিসি এর মাধ্যমে অবৈজ্ঞানিক ভাবে ড্রেন নির্মাণ করে গোটা এলাকার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার ফলে বর্তমানে সামান্য একটু বৃষ্টি হলেই এলাকার সমস্ত জল উনার বাড়ির উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে উনার বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বাড়ির উঠোন সহ ঘরের মধ্যেও জল ঢুকে যায়। যার ফলে একপ্রকার অসহায় ও বাধ্য হয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতা দাবি করেন। এখন দেখার স্থানীয় পঞ্চায়েত সহ মহকুমা প্রশাসন , উদয়পুর পুরপরিষদ ,শহর ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকা একটু বৃষ্টিতে জলমগ্ন হওয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে কী ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

একই স্থানে এক পক্ষ কালের মধ্যে দুই বার চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ জুলাই।। একই স্থানে এক পক্ষ কালের মধ্যে দুই বার চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো। ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত উদয়পুর পুরপরিষদের রমেশ চৌমূহনী এলাকায়।গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে উদয়পুর রমেশ চৌমুহনীতে একটি মনিহারি দোকান সহ একটি ফলের দোকানে চোরের দল চুরি কান্ড সংগঠিত করে। প্রাপ্ত সংবাদে যানা যায় বুধবার সকালে প্রাতঃভ্রমণকারী একদল ব্যক্তি দুই দোকানে চুরির ঘটনা দেখতে পেয়ে দোকানের মালিক জোসেন আলম পালোয়ান কে ফোন করে গোটা বিষয়ে অবহিত করেন। চুরি কান্ডের ঘটনার খবর পেয়ে, দোকান মালিক জোসেন হোসেন তার নিজ দোকান রমেশ চৌহমুনীতে এসে দেখতে পান তার মনিহারি দোকানে অনেক সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। দোকানের দরজা ভেঙে এই চুরি সংঘটিত করেছে বলে খবর পাওয়া যায়। এই দোকানে ছিল ৪০ হাজার টাকার আইসক্রিম। সেসব আইসক্রিমগুলো নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। তার পাশাপাশি একটি ফলের দোকান থেকেও চোরের দল বহু টাকার আম চুরি করে নিয়ে গিয়েছে বলে জানা যায়। এই চুরি কান্ডের ঘটনার খবর পেয়ে উদয়পুর রাধাকিশোর পুর থানার পুলিশ রমেশ চৌমুহনীতে ছোটে আসেন। পরবর্তী সময় পুলিশ একটি চুরি মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।এই চুরি কান্ডের সাথে যারা জড়িত রয়েছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।চোরের দলকে আটক করার জন্য পুলিশ তদন্ত চালিয়েছেন বলে রাধাকিশোরপুর থানার তদন্ত কারী অফিসার জানিয়েছেন। পরপর চুরির ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় ব্যবসায়ী সহ জনমনে আতঙ্ক ও উৎকন্ঠা দেখা দিয়েছে।

উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের অভিনব ক্রাইম কনফারেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৭ জুলাই।। বর্তমান করোনা কালীন সময়ে উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের অভিনব ক্রাইম কনফারেন্স।জেলার সবকটি থানার ওসি সহ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে নিয়ে প্রতি মাসে ক্রাইম কনফারেন্স করে থাকেন পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।পূর্বে যদিও চারদেয়ালের মাঝে এই কনফারেন্স করা হত।কিন্তু বর্তমানে করোনা অতিমারির ফলে অভিনব ভাবে খোলা মেলা পরিবেশে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ক্রাইম কনফারেন্স করছেন পুলিশ সুপার।আজও উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন মহেশপুর দূর্গা মন্ডপে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ক্রাইম কনফারেন্স চলে।আর তাতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফ্রান্সিস ডার্লং, সহ ধর্মনগর,পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ দশটি থানার ওসি গন। মূলত মাসিক কনফারেন্সে বিগত এক মাসের বিভিন্ন অপরাধমূলক মামলা সম্পর্কিত আলোচনা।আগামী দিনে কিভাবে অপরাধ দমন করা সম্ভব সহ বর্তমানে করোনাকালীন মাস্কের ফাইন।সাথে করোনা কালীন সময়ে পুলিশকে আরও সচেতন ও দৃঢ়তা হওয়া ইত্যাদি নিয়েই আজকের ক্রাইম কনফারেন্স। আজকের কনফারেন্সে পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী তিনটি মহাকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও দশটি থানার ওসিদের আরো একটিভ ও সচেতনতার পাঠ পড়ান।

চড়িলাম ব্লকের বরজলায় বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জুলাই।। চড়িলাম ব্লকের বরজলা গ্রাম পঞ্চায়েত এ জেলে সাজাপ্রাপ্ত এক অসহায় পরিবারের পাশে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিলেন বুধবার সকালে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার চড়িলাম ইউনিটের মহিলা সদস্যরা। বুধবার সকালে বরজলা এলাকায় অসহায় পরিবারগুলির হাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম বন্ধুর নামে সুদীপ সংস্থার কনভেনার গোপীনাথ সাহা, গোলাঘাটি বন্ধুর নামে সুদীপ সংস্থার কনভেনার লিটন ঘোষ সহ মহিলা সদস্যরা। ঐদিন সকালে বড়জলা গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং ছেচরীমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের, অসহায় পরিবারগুলি হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামীদিনে ওই ধরনের কর্মসূচি জারি থাকবে। বড়জলা এবং চেছুড়ীমাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মোট ২০ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে আসেন। এছাড়াও বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার পক্ষ থেকে করোণা আক্রান্ত পরিবারগুলোর খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন চড়িলাম ব্লক এলাকায়। প্রায় একমাস ব্যাপী বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার পক্ষ থেকে রান্না করা খাবার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন। বর্তমানে যে সমস্ত পরিবারগুলি করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন ওই সমস্ত পরিবার গুলোতে শুকনো খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থা। চড়িলাম বন্ধুর নাম সুদীপ সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয় এ ধরনের কর্মসূচি জারি থাকবে।

পরকীয়ার জেরে স্বামীর ঘরে হাত সাফাই করে পলাতক গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে ওএনজিসি সংলগ্ন এলাকার এক মহিলা স্বামীর ঘর থেকে সোনা গয়না টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেছে। ওএনজিসি সংলগ্ন নেতাজি নগর এলাকায় রাজিব মজুমদার নামে এক ব্যক্তির স্ত্রী পরকিয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে সোনা গয়না টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে আমতলী থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আমতলী থানায় এফ আই আর করার ২ মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়া মহিলার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

মোহনপুরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন মহকুমা প্রেসক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। বুধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মোহনপুরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন মহকুমা প্রেসক্লাবের। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ প্রেসক্লাবের আনুষ্ঠানিক দ্বার উদ্ঘাটন করেন। মোহনপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের উদ্বোধন হল। বুধবার এক অনুস্টানের মাধ্যমে প্রেস ক্লাবের উদ্বোধন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।এ উপলক্ষে বুধবার দুপুরে মোহনপুরস্থিত মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির হলে এক আয়োজন করা হয়। আয়োজিত অনুস্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।এছাড়া অনুস্টান মঞ্চে ছিলেন মোহনপুর মহকুমা শাসক প্রসূন দে সহ আরও অন্যান্য অতিথিরা।সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক নীলকন্ঠ দে। অনুস্টানের মাধ্যমে অক্সি মিটার ও ত্রিপুরা সরকারের প্রেস জ্যাকেট সাংবাদিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।ভাষন পর্ব শেষে ফিতা কেটে মোহনপুর ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে থাকা প্রেস ক্লাবের নতুন ঘরের শুভ উদ্বোধন করেনন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।মহকুমা প্রেসক্লাবের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

জিবি হাসপাতালে বিদ্যুৎ চপলতায় দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতালে জিবিতে এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় লিফটের মধ্যে অনেকেই আটকে পড়েন। হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হন। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে বিদ্যুৎ চপলতায় রোগীসহ অসাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে পোহাতে হয়েছে বুধবার। প্রথম হাসপাতাল জিবিতে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় লিফট দিয়ে ওঠানামা করা রোগী ও রোগীর পরিবার এর লোকজনরা লিফটের মধ্যে আটকে পড়েন। দীর্ঘক্ষন লিফটের ভিতরে আটকে পড়া আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। চিৎকার চেচামেচি শুরু করেন বলে জানা গেছে। এদিকে হাসপাতালে ভর্তি রোগীরাও বিদ্যুৎ সফলতায় জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ না থাকায় গরমে ছটফট করতে থাকে রোগীরা। স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজেও মারাত্মকভাবে ব্যাঘাত ঘটে। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে এ ধরনের বিদ্যুৎ চপলতার ঘটনায় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিকল্প জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেন এক ঘন্টা পর্যন্ত অন্ধকারে ডুবে থাকতে হয়েছে তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই এ ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে বলেও অনেকে অভিযোগ করেছেন।

৫৮২কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার কলমচৌড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর৭ জুলাই।। গাজা বিরোধী অভিযান চালিয়ে বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছে পুলিশ ও বিএসএফ।কলমচৌড়া থানাধীন দক্ষিণ কলমচৌড়ার মধ্যপাড়া এলাকায় বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রায় ৫৮২কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। বুধবার বেলা ১১ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত প্রায় পাঁচ ঘণ্টা টানা অভিযানে পুলিশ ও বিএসএফ জওয়ানরা এই সাফল্য পেয়েছে। অভিযান চালিয়ে মোট ৫৮২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।যার বাজারমূল্য প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা।এই গাঁজা গুলি উদ্ধার করে কলমচৌড়া থানাধীন দক্ষিণ কলমচৌড়া মধ্যপাড়া এলাকার মানিক দেবনাথের বাড়ি থেকে।পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে দক্ষিণ কলমচৌড়ার মধ্যপাড়া এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গাজা মজুদ করে রাখা হয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এই গাঁজা গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ ও বিএসএফ জওয়ানরা। ৭৪ নং ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ জওয়ানরা এই সফল অভিযানে সামিল হয়।প্রথমে দক্ষিণ কলমচৌড়া মলিন সরকারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তিনটি বড় ড্রাম উদ্ধার করা হয়। যার মধ্যে কাঁচা মরিচ ছিল প্রায় ১৪২ কেজি।পরবর্তী সময়ে মানিক দেবনাথ এর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাতটি বড় নীল রঙের ড্রাম ও চারটি ছোট ড্রাম উদ্ধার করে। ১১ টি ড্রামে মোট ৪৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। মোট৪৮২ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে বলে অভিযানকারী দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। পুলিশ গাঁজা উদ্ধার এর সাথে গাঁজার মালিক মানিক দেবনাথকেও গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তবে মলিন সরকার বর্তমানে পলাতক। এই গাঁজা বিরোধী অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কলমচৌড়া থানার ওসি, ৭৪ নং ব্যাটেলিয়নের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ,৭৪ নং ব্যাটেলিয়ানের ডিসিজি ও নারকটিকস টিম। সাম্প্রতিককালে এটি একটি বড় ধরনের সাফল্য বলে দাবি করা হয়েছে।

উদয়পুরে পেট্রোলে জল

সিএনডি স্টেশনের নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ই জুলাই।। উদয়পুরের ব্রহ্মা বাড়ি সি এন জি স্টেশনে অতিরিক্ত গাড়ির চাপ কমাতে জামজুড়ি, মহারানী ও মাতাবাড়ি এলাকায় তিনটি সিএনজি ও পেট্রোল পাম্পের অনুমোদন দেওয়া হয় এবং পাম্প তৈরি করে বেশ কয়েক মাস ধরে পাম্ম চালুও হয়। কিন্তু আজ বিকালে উদয়পুর মাতাবাড়ি ফিলিং স্টেশনে জল মিশ্রিত পেট্রোল দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন যানবাহন চালকেরা। এই ভেজাল ও জল মিশ্রিত পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে এই অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল মাতাবাড়ি ফিলিং স্টেশনে ছুটে আসেন আর কে পুর থানার এ এস আই সনিত কুমার দাস এবং উদয়পুর মহাকুমার খাদ্য দপ্তরের ইন্সপেক্টর সুকান্ত দে। সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় ফিলিং স্টেশনে পেট্রোল দেওয়া। ক্ষুব্দ গ্রাহকরা পাম্পে হৈচৈ শুরু করেন। এমনিতেই বর্তমানে পেট্রোলের দাম আকাশছোঁয়া তার মধ্যে পেট্রোল পাম্পে পেট্রোলে জল মিশ্রন। একদিকে পেট্রোলের দাম বেশি অন্যদিকে এই জল মিশ্রিত পেট্রোল ব্যবহারে যানবাহনের যন্ত্রাংশের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। পরবর্তীতে প্রাথমিক ভাবে পেট্রোলে কোন ভেজাল পাওয়া যায় নি বলে খাদ্য দপ্তরের ইন্সপেক্টর সুকান্ত দে জানিয়েছেন । উর্ধতন কতৃর্পক্ষের নজরে বিষয়টি নেওয়া হয়েছে বলে ইন্সপেক্টর সুকান্ত দে জানিয়েছেন। মাতাবাড়ি ফিলিং স্টেশনের মালিক প্রনব ঘোষ জানিয়েছেন প্রচন্ড বৃষ্টিতে যানবাহনে জল ঢুকে এই বিপত্তি হতে পারে।

নতুন মুখ

● প্রথম পাতার পর

লেখি। প্রথমবার সাংসদ হয়েই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিমন্ত্রীর পদ পেলেন বাংলার চার মন্ত্রী। জন বার্লা পেলেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব। বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর পেলেন পোর্ট, শিপিং এবং জলসম্পদ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব। সুভাষ সরকার পেলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব।

আগে ছিল ৫৩। এ বার হল ৭৪। মোট ২১ জন সদস্য বাড়ল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন মন্ত্রিসভায়। তবে শুধু নতুনদের জায়গা দেওয়া নয়, পুরনোদের মধ্যেও অনেককে বাদ দেওয়া হয়েছে। আগের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন ১৫ জন মন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন, রাসায়নিক ও সার মন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া, শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ গঙ্গোয়ার, শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক প্রমুখ। এ ছাড়াও উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন প্রতিমন্ত্রী রাওসাহেব, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় ধোত্রে, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় প্রমুখও ইস্তফা দেন। থাওয়ারচাঁদ গহলৌতকে কর্নাটকের রাজ্যপাল করে পাঠানো হয়েছে। নতুন মন্ত্রিসভায় মোট ৩০ জন পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জন আগে থেকেই ছিলেন। ৭ জন প্রতিমন্ত্রীকে পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া নতুন করে ৮ জনকে পূর্ণমন্ত্রী করা হয়েছে। নতুন মন্ত্রিসভায় রয়েছেন ৪৪ জন প্রতিমন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে ১৬ জন আগেই ছিলেন। ২৮ জনকে নতুন করে প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে।

এদিকে, কন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিলেন শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ গঙ্গোয়ার। সন্তোষ ছাড়াও নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক, ইস্তফা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় ধোত্রে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন দানবে রাওসাহেব পাটিল। তিনি উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন হর্ষ বর্ধন। তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদে ছিলেন। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন রাসায়নিক ও সার মন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া। ইস্তফা দিয়েছেন মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী।

এখানেই শেষ নয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন বাবুল সুপ্রিয়। বাবুল আসানসোলের সাংসদ। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন দফতরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তিনি। এছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন থাওয়ারচাঁদ গেহলট, রতনলাল কাটারিয়া, প্রতাপচন্দ্র ষড়ঙ্গী ও অশ্বিনী চৌবে। থাওয়ারচাঁদ গেহলট এদিন রাজ্যসভা থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি কর্ণাটকের রাজ্যপাল হচ্ছেন।

২১ এপ্রিল কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন পোখরিয়াল। করোনা-পরবর্তী সমস্যার কারণে জুন মাসে এইমস-এ ভর্তি হন তিনি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রমেশ। ২০১৯ সালের মে মাসে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব নেন উত্তরাখণ্ড বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি। মহারাষ্ট্রের আকোলা আসনের সাংসদ ধোত্রে ২০১৯ সালের মে মাসে শিক্ষা, কমিউনিকেশন এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সদানন্দও নিজের ইস্তফার কথা জানিয়েছেন।

ভারতে

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয়েছে ৩৬,০৫,৯৯৮ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯৩০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,০৪,২১১ জন (১.৩২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৯,০৭, ২১৬। নতুন করে ৪৩,৭৩৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০৬,৬৩,৬৬৫।

সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৭ হাজার ২৪০ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৯৭,৯৯,৫৩৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.১৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩৬ কোটি ১৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৪৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

দুইজন

● প্রথম পাতার পর

একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, আবারো সড়ক দুর্ঘটনা। আজকের ঘটনা সংঘটিত হয় উদয়পুর ব্রহ্মাবাড়ি এলাকায়। সাব্রুমের দুই স্কুটি আরোহী সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী ব্রহ্মা বাড়ি একটি দোকান থেকে বিস্কুট ও পান সামগ্রী ক্রয় করে নিজ স্কুটিতে ওঠার সময় টি আর -০৭-এ ০৬৪৫ নাম্বারের একটি মারুতি সুইপ্ট গাড়ি তাদেরকে সজোড়ে ধাক্কা মারার ফলে দুজনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।স্থানীয় জনগন উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে সাথে সাথে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ওনাদের টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রায় প্রতিদিনই যান দুর্ঘটনা সংগঠিত হওয়ায় উদয়পুর শহর ও শহরতলির জনগন ও পথ চলতি মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। শহরে ট্রাফিক পয়েন্ট বৃদ্ধির দাবি জানানো হয়।

সমাজ

● প্রথম পাতার পর

স্মৃতিসৌধ গুলি যথাযোগ্য মর্যাদায় রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিহাস বিকৃত না করে ত্রিপুরা ও বাংলার বিভিন্ন মনীষীদের নামে রাস্তাঘাট, ভবন, সেতু ইত্যাদি সংবিধানস্বীকৃত ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজভাষা বাংলায় নামকরণ করতে হবে।

স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বাংলা ভাষায় লিখিত সাইনবোর্ড, বিভিন্ন স্থানের নাম ও বাঙালির স্মৃতি চিহ্ন মুছে ফেলা যাবে না। ত্রিপুরার অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য ও রাজ্যের জাতি উপজাতি অভয় অংশের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এ সমস্ত দাবি পেশ করা হয়েছে বলে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

জীবনাবসান

● আটের পাতার পর

গেছেন। আগরতলা প্রেস ক্লাব উনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছে ও শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

এদিকে, ত্রিপুরা ফটোজার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সদস্য, বিশিষ্ট চিত্রসাংবাদিক দেবীপ্রসাদ ভৌমিকের প্রয়াড়ে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

দিল্লিতে নিজের বাড়িতে খুন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্ত্রী, ধৃত লন্ড্রিম্যান

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি.স.): দিল্লিতে নিজের বাড়িতে খুন হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি রঙ্গরাজন কুমারমঙ্গলমের স্ত্রী কিট্টি কুমারমঙ্গলম। মঙ্গলবার গভীর রাতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির বসন্ত বিহারের বাড়িতে খুন করা হয়েছে কিট্টি কুমারমঙ্গলমকে। এই ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ, সে পেশায় লন্ড্রিম্যান। বাকি দুই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, পেশায় আইনজীবী কিট্টি (৬৮)-কে খুনের অভিযোগে রাজু লক্ষ্মণ নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২৪ বছরের ওই যুবক কিট্টির বাড়ির লন্ড্রিম্যান। পুলিশের দাবি, ডাকাতি করার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীদের নিয়ে ওই বাড়িতে ঢুকেছিল সে। দিল্লির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ-পশ্চিম) ইঙ্গিতপ্রতাপ সিং জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাত ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে কিট্টির বাড়িতে গিয়েছিল লন্ড্রিম্যান রাজু। রাজু দরজার ঘন্টি বাজালে তা খুলে দেয় কিট্টির পরিচারিকা। ওই পরিচারিকাকে একটি ঘরে আটকে রাখে দু''জন। এরপর রাজুর সঙ্গীরা ওই বাড়িতে ঢুকে ডাকাতি করেছে।

ক্রীড়াঙ্গন

টাইব্রেকারে স্পেনকে হারিয়ে ইউরোর ফাইনালে ইতালি

ওয়েম্বলি, ৭ জুলাই (হি.স.) : টাইব্রেকারে স্পেনকে হারিয়ে ইউরোর ফাইনালে উঠে গেল ইতালি। ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি পাওলো রোসির দেশ। তখন বড় খারাপ সময় ছিল ইতালির। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে দেশের দায়িত্ব নেন রবার্তো মানচিনি। তার পর থেকে টানা ৩৩ ম্যাচে জয়। ইউরো কাপের সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে স্পেনকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেল ইতালি।

খেলার ৬০ মিনিটে রবার্তো মানচিনিকে স্বস্তি এনে দিয়েছিলেন ফেদেরিকো কিয়েসা। দুরন্ত এক কাউন্টার অ্যাটাক থেকে কাঙ্খিত গোলটি করেন তিনি। তার ঠিক ২০ মিনিট পরেই সমতা ফেরায় স্পেন। আলভারো মোরাতা ইতালির জালে বল জড়ান। তার পরে কোনও দলই আর গোল করতে পারেনি। ম্যাচ গড়ায় এক্সট্রা টাইমে। সেখানেও গোল করতে পারেনি কেউই। ইতালি ম্যাচ জিতে নেয় পেনাল্টি শুট আউটে। যে মোরাতা স্পেনকে ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছিলেন, সেই তিনিই আসল সময়ে পেনাল্টি স্পট থেকে গোল করতে পারলেন না। ইতালির জর্জিনহোর শট জালে জড়াতেই স্বপ্ন ভাঙল লুইস এনরিকের। স্পেনের আক্রমণে ইতালির ডিফেন্সে দেখা যাচ্ছিল অসংখ্য ফাঁকফোকড়। প্রথমার্ধেই স্পেনকে এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ এসেছিল মিকেলের কাছে। পেদ্রির ঠিকানা লেখা পাসটা সেযাত্রায় বুঝতে পারেননি মিকেল। পরে ড্যানি ওলমোর প্রয়াস ব্যর্থ করেন ইটালির গোলকিপার দোনারুম্মা। মানচিনির দলকে প্লান দেখাচ্ছিল স্পেনের কাছে। বিরতির কিছু আগে ঝলসে ওঠেন ইনসিনিয়ে। তাঁর পাস থেকে এমার্সন চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু স্পেনের গোলকিপার উনাই সিমোন দলের বিপদ দূর করেন। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে কোনও দলই আর গোল করতে পারেনি। টাইব্রেকারের প্রথম শট নষ্ট করে দু'দলই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শট থেকে উভয় দলই গোল করে। চতুর্থ শট থেকে ইটালির বের্নাডেস্কি গোল করলেও মোরাতার দুর্বল শট বাঁচিয়ে দেন দোনারুম্মা। পঞ্চম শট থেকে জর্জিনহো গোল করে ইতালিকে নিয়ে যান ফাইনালে। পঞ্চম শট নেওয়ার আর দরকার পড়েনি স্পেনের।

কলোম্বিয়াকে হারিয়ে কোপার ফাইনালে আর্জেন্টিনা, ফাইনাল ব্রাজিলের বিরুদ্ধে

ব্রাসিলিয়া, ৭ জুলাই (হি.স.) : এবার কোপা আমেরিকার ফাইনালে পৌঁছে গেল আর্জেন্টিনা। বুধবারের সেমিফাইনালে কলম্বিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেন মেসিরাও। টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনা জিতল ৪-৩ গোলে। পেরুকে হারিয়ে আগেই ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল নেমারদের ব্রাজিল। ফলে এবারে স্বপ্নের ফাইনালই হতে চলেছে কোপা আমেরিকায়। ম্যাচের তিন মিনিটের মাথায় এগিয়ে যেতে পারত আর্জেন্টিনা। সহজ সুযোগ ছিল মার্টিনেজের সামনে। কলম্বিয়ার তিন জন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে তাঁর জন্য ক্রস বাড়িয়েছিলেন মেসি। কিন্তু হেডটা ঠিক জায়গায় রাখতে পারেননি মার্টিনেজ।

খুব বেশি ক্ষণ যদিও গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি মেসিদের। ৬ মিনিটের মাথায় গোল করেন সেই মার্টিনেজই। এবং এ ক্ষেত্রেও কারিগর সেই লিওনেল মেসি। বল নিয়ে কলম্বিয়ার বক্সের মধ্যে ঢুকে মেসি দেখেন তিন জন ডিফেন্ডার তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু মার্টিনেজ অরক্ষিত। মেসি পাস বাড়িয়ে দেন তাঁকে। এ বার আর ভুল করেননি মার্টিনেজ। কলম্বিয়ার গোলরক্ষক অস্পিনাকে কোনও সুযোগই দেননি তিনি।

শুরুতে গোল খেয়ে গেলেও হাল ছাড়েনি কলম্বিয়া। লুইস দিয়াজের পা থেকে বার বার আক্রমণ শুরু হতে থাকে। কলম্বিয়ার বাঁ দিকটাকে সচল রেখেছিলেন তিনি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই তিনটি পরিবর্তন করে কলম্বিয়া। আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াতে বেশ কিছু খেলোয়াড়কে নিয়ে আসে মাঠে। প্রথমার্ধের মতোই চলতে থাকে আক্রমণ তাদের আক্রমণ। তবে গোলের মুখ কিছুতেই খুলতে পারছিল না কলম্বিয়া। ৬০ মিনিটের মাথায় সেই কাজটাই করে ফেললেন দিয়াজ। পরিবর্ত হিসেবে নামা এডউইন করডোনা সামনের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া লম্বা থ্রু বক্সের মধ্যে ধরেন দিয়াজ। গতিতে পরাস্ত করেন আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার পেজেল্লাকে। পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে ডান পায়ের টোকায় বল জালে জড়িয়ে দেন দিয়াজ। চাপ বাড়িয়ে দেন নীল-সাদা জার্সিধারীদের শিবিরে। শেষ মুহূর্তে বক্সের সামনে ফ্রি কিক পেলেও গোল করতে ব্যর্থ হন মেসি। ১-১ অবস্থাতেই শেষ হয় ৯০ মিনিটের খেলা। এ বারের কোপায় অতিরিক্ত সময়ের খেলা নেই। তাই ৯০ মিনিট শেষে খেলা গড়ায় পেনাল্টিতে। টাইব্রেকারে কলোম্বিয়াকে হারিয়ে কোপার ফাইনালে পৌঁছে গেল আর্জেন্টিনা।

ইংল্যান্ড শিবিরে করোনা আতঙ্ক কোহলীদের নিয়ে চিন্তায় বিসিসিআই

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজ শুরু হওয়ার আগে ইংল্যান্ড শিবিরে করোনা হানা দিল। দলের সাত জন সদস্য কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিন জন ক্রিকেটার ও চার জন দলের বাকি সদস্য রয়েছেন। ফলে বেন স্টোকসের নেতৃত্বে একেবারে নতুন দল নিয়ে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড।আগামী ৪ অগস্ট থেকে জো রুটের দলের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে ভারত। এর মাঝে রয়েছে লম্বা বিরতি। তাই বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের পর এই মুহূর্তে ভারতীয় দল ছুটির মেজাজে রয়েছে। সব ক্রিকেটার নিজের মতো করে বিলেতের বিভিন্ন জায়গায় সময় কাটাচ্ছেন। তাই বিরাট কোহলী, রোহিত শর্মাদের নিয়ে চিন্তিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এমন অবস্থায় ক্রিকেটারদের ছুটি বাতিল করে বিসিসিআই তাঁদের নিভৃতবাসে রাখে কিনা সেটাই দেখার।এ দিকে কোভিড আক্রান্ত ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা করা না হলেও প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে দলের অধিনায়ক অইন মর্গ্যান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের আগে দলে ফেরা বেন স্টোকসের হাতে দায়িত্ব তুলে ধরা হল। মঙ্গলবারই নতুন দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড বোর্ড।নিয়ম মেনে গত ৫ জুলাই ওই ইংল্যান্ডের একদিনের দলের সব সদস্যের কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছিল। তখনই ভাইরাস হানার খবর সামনে আসে। ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া সাত সদস্যের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও ইতিমধ্যেই তাঁদের নিভৃতবাসে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের কোভিড পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এলেও সংক্রমিতদের সংস্পর্শে থাকায় তাঁদেরও নিভৃতবাসে থাকার নির্দেশ দিয়েছে ইসিবি। নিয়ম মেনে দলে যারা নতুন যোগ দেবেন তাঁদের সবার আরটি-পিসিআর পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক।পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে ইংল্যান্ড। ৮ জুলাই কার্ডিফে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচ আয়োজিত হবে। পরের দুটি একদিনের ম্যাচ হবে ১০ ও ১৩ জুলাই। তিনটি টি-টোয়েন্টি হবে ১৬, ১৮ ও ২০ জুলাই।

পাকিস্তান সিরিজের আগেই করোনা আক্রান্ত ইংল্যান্ড দলের ৭ সদস্য

কোভিড-১৯ এবার থাবা বসাল ইংল্যান্ড শিবিরে। মারণ ভাইরাসে আক্রান্তহলেন ইংল্যান্ড) দলের সঙ্গে যুক্ত সাতজন। মঙ্গলবার বিবৃতিতে দিয়ে জানাল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। ফলে পাকিস্তান সিরিজের আগেই কিছুটা হলেও বিপাকে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল।বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইংল্যান্ড দলের তিন ক্রিকেটার এবং টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত আরও চারজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের আপাতত কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। তবে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সূচি মেনেই ইংল্যান্ড এবং পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজের খেলাগুলি হবে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ''সোমবার ব্রিস্টলে পিসিআর টেস্টের পর ইংল্যান্ড দলের তিনজন খেলোয়াড়ের শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। যে ক্রিকেটাররা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা ৪ জুলাই থেকে ব্রিটেন প্রশাসনের করোনা প্রোটোকল মেনে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন।

করোনার থাবা ইংল্যান্ড শিবিরে, টেস্ট খেলতে নামার আগেই দ্বিতীয় টিকা নেবেন কোহলীরা

লন্ডন, ৭ জুলাই (হি.স.) : ভারতীয় দলকে দ্বিতীয় টিকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। বুধবার বেশ কিছু সদস্যকে টিকা দেওয়া হয়েছে। বাকিরা পাবেন শুক্রবার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগেই টিকা নিচ্ছেন বিরাট কোহলীরা। ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগেই প্রথম টিকা নিয়েছিলেন তাঁরা।

ভারতীয় দল এই মুহূর্তে ছুটি কাটাচ্ছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পর ২০ দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে তাঁদের। বিসিসিআই সূত্রে জানানো হয়েছে, 'বেশির ভাগ ক্রিকেটার লন্ডনে রয়েছেন। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল সব কিছু। যাঁরা ভারতে কোভিশিল্ডের প্রথম টিকা নিয়েছেন, বুধবার থেকে তাঁদের দ্বিতীয় টিকা দেওয়া হবে।'

জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ড শিবিরের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামার আগে তাই দলে পরিবর্তনও এনেছে ইংল্যান্ড। ৪ আগস্ট থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে নামার আগে টিকা নেওয়ার কাজ সেরে রাখছেন কোহলীরা। জৈব সুরক্ষা বলয়ে ঢোকার আগে ভারতীয় দলের প্রত্যেকের ফের করোনা পরীক্ষা করা হবে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

ইউরোর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আজ রাতে ডেনমার্কের মুখোমুখি ইংল্যান্ড

ওয়েম্বলি, ৭ জুলাই (হি.স.) : এবার ইউরোর সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড। বুধবার রাতে গ্যারেথ সাউথগেটের দলের প্রতিপক্ষ ডেনমার্ক। ২৯ বছর পরে ইউরোর সেমিফাইনালে উঠে এসেছে ডেনমার্ক।

ইউরোর শেষ চারে ওয়েম্বলিতে মহারণের আগে ইংল্যান্ড শিবির চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে মগ্ন। তার আগে কোচ গ্যারেথ সাউথগেট তাঁর ফুটবলারদের বলে দিয়েছেন, এটাই সেরা সময় এবং সুযোগ দেশের মানুষকে আনন্দ দেওয়ার। তাই দলের সবাইকে সেরা ফুটবল খেলার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ইংল্যান্ড ফাইনালে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ফুটবলারদের কথাবার্তাতেও। দলের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার হ্যারি ম্যাগুয়ের তুলে এনেছেন ২০১৮ সালে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে হারের প্রসঙ্গ। তাঁর মতে, সেই ম্যাচে ইংল্যান্ড ফুটবলারদের মধ্যে সাহসের অভাব ছিল। যে সমস্যা এখন আর নেই। উল্লেখ্য, কোয়ার্টার ফাইনালে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে খেলতে ইংল্যান্ডকে যেতে হয়েছিল রোমে। এ বার ঘরের মাঠে খেলার আগে দেশবাসীর কাছে সাউথগেটের আবেদন, "ইংল্যান্ড ম্যাচে পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে মাঠে আসুন।" যোগ করেছেন, "ইংল্যান্ড সমর্থকদের দুর্দান্ত একটা রাত উপহার দেওয়ার জন্য এটাই সেরা সময়।"

মেসিরা কলম্বিয়া ম্যাচ জিতলেই ফাইনালে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা! কখন কোন চ্যানেলে খেলা

কোপায় ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা স্বপ্নের ফাইনাল থেকে এক ম্যাচ দূরে টুর্নামেন্ট। ব্রাজিল মঙ্গলবারই সেমিতে পেরুর বিপক্ষে জিতে কোপার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে। বুধবার সকালেই দ্বিতীয় সেমি ফাইনালে মুখোমুখি আর্জেন্টিনা। প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া। কলম্বিয়ার বাধা টপকালেই আর্জেন্টিনা ফাইনালে মুখোমুখি হবে ব্রাজিলের।মেসি দুরন্ত ফর্মে থাকায় আর্জেন্টিনাও মসৃন গতিতে ছুটছে। অন্যদিকে কলম্বিয়া কোপায় একদমই ধারাবাহিকতা দেখাতে না পারলেও প্রতিপক্ষকে একদমই হালকাভাবে নিচ্ছে না আর্জেন্টিনা। টানা জিতেই চলেছে লিওনেল স্কালনির দল। সেমিফাইনালে কলম্বিয়ানদের বিরুদ্ধেও নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে চায় লা আলবেসেলেস্তেরা। আর্জেন্টিনা চলতি কোপায়। চরম আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দিচ্ছে। তার কারণ এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা আক্রমণাত্মক ফুটবলার রয়েছে নীল সাদা জার্সিধারীদের স্কোয়াডে। পুরোপুরি চোট সারিয়ে উঠেছেন ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, আঞ্জেল ডি মারিয়ারা। কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে দুই তারকাই শুরুর একাদশে থাকতে পারেনআর্জেন্টিনার মাঝমাঠে ফুল ফোটাচ্ছেন রড্রিগো ডি পল, লিয়েন্দ্র পারদেসের মত তারকারা। দুজন দুরন্ত খেলার জন্যই আক্রমণে ফাইনাল থার্ড এ অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারছেন মেসি। ফরওয়ার্ড লাইনে মেসির সঙ্গেই থাকছেন সের্জিও আগুয়েরো এবং লাউতারো মার্টিনেজ।আর্জেন্টিনা স্কোয়াড চোটমুক্ত হলেও মাতেওস ইউরিবে এবং ইয়াইরো মোরেনো চোটের জন্য খেলতে পারবেন না কলম্বিয়ার জার্সি গায়ে। রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন তারকা হামেস রড্রিগেজকে কোপায় নেওয়া হয়নি।কলম্বিয়ার আক্রমণে থাকছেন আটলান্টার দুই ফরোয়ার্ড দুভান জাপাতা এবং লুইস মুরিয়েল। রক্ষণ সামলানোর দায়িত্বে ইয়েরি মিনা এবং ডেভিড স্যাঞ্চেজ।কবে আর্জেন্টিনা বনাম কলম্বিয়া ম্যাচ?কোপায় আর্জেন্টিনা বনাম কলম্বিয়া ম্যাচ ৬ জুলাই। তবে ভারতীয় সূচি অনুযায়ী এই ম্যাচ ৭ তারিখ।কখন আর্জেন্টিনা বনাম কলম্বিয়া ম্যাচ শুরু হবে?কোপায় আর্জেন্টিনা বনাম কলম্বিয়া ম্যাচ শুরু হবে ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার সকাল ৬.৩০-এ।কোপায় আর্জেন্টিনা বনাম কলম্বিয়া ম্যাচ কোন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে?

কেশব দত্তর প্রয়াণে শোক অমিত শাহর

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : প্রাক্তন অলিম্পিয়ান কেশব দত্তর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বুধবার টুইটে অমিত শাহ লেখেন, "অলিম্পিকে দুবার স্বর্ণপদক জয়ী কেশব দত্ত হকি ও খেলার জগতে ভারতের গর্ব বৃদ্ধি করেছিলেন। যুবকদেরও হকি খেলতে উৎসাহ দেন। বাংলায় হকি জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাঁর মৃত্যু ক্রীড়া জগতের জন্য এক বড় ক্ষতি। ঈশ্বর তার বিদেহী আত্মার মঙ্গল করুন। ওঁম শান্তি।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কোহলীরা চাইলেও পৃথ্বী, দেবদত্তদের ইংল্যান্ড পাঠাতে নারাজ নির্বাচকরা

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি.স.) : পৃথ্বী শ বা দেবদত্ত পাড়িক্কল, কাউকেই ইংল্যান্ডে পাঠাতে রাজি নন ভারতীয় নির্বাচকরা। ভারতীয় দল থেকে চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ করা হলেও তা নির্বাচকরা বাতিল করে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি পায়ের হাড়ে চোট পান শুভমন গিল। গোটা ইংল্যান্ড সফর থেকেই ছিটকে যান গিল। শুভমনের পরিবর্তে পৃথ্বী শ এবং দেবদত্ত পাড়িক্কলকে ইংল্যান্ডে পাঠানোর অনুরোধ করেন বিরাট কোহলীরা। বুঝিয়ে দেওয়া হয় রোহিত শর্মার সঙ্গী হিসেবে একমাত্র ময়াঙ্ক আগরওয়ালকেই ভাবছে টিম ম্যানেজমেন্ট। দলে লোকেশ রাহুল থাকলেও টেস্টে ওপেনার হিসেবে তাঁকে ভাবতে রাজি নয় দল। এমনকি রিজার্ভ দলে থাকা অভিমন্যু ঈশ্বরনের ওপরেও যে ভরসা করছেন না কোহলীরা, তা বুঝিয়ে দেওয়া হয় ওই আর্জিতে।গত ২৮ জুন মেল করে পৃথ্বী এবং দেবদত্তকে পাঠানোর অনুরোধ করে ইংল্যান্ড সফরে যাওয়া ভারতীয় দল।

প্রয়াত হকি লেজেন্ড কেশব দত্ত, শোকের আবহ ক্রীড়া মহলে

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি.স.): প্রয়াত হলেন দু"বারের অলিম্পিক স্বর্ণ পদক জয়ী হকি খেলোয়াড় কেশব দত্ত। মঙ্গলবার গভীর রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ কলকাতার সন্তোষপুরে নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কেশব দত্ত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। অলিম্পিকে ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে দুই বার স্বর্ণপদক জয় করেন কেশব দত্ত। হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট জ্ঞানেন্দ্র নিংম্বম বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'লিজেন্ডারি হাফব্যাক কেশব দত্তের প্রয়াণে আমরা ব্যথিত।'

কেশব দত্তের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা টুইট করে লিখেছেন, 'হকি বিশ্ব হারাল তাঁর প্রকৃত কিংবদন্তি তারকাকে। কেশব দত্তের প্রয়াণে দুঃখিত। অলিম্পিকে দু"বারের স্বর্ণপদক জয়ী ছিলেন তিনি। ভারত ও বাংলার একজন চ্যাম্পিয়ন। তাঁর পরিবার ও স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা।' প্রথমে ১৯৫১-১৯৫৩ ও পরে ১৯৫৭-১৯৫৮ পর্যন্ত মোহন বাগান হকি স্কোয়াডের ক্যাপ্টেন ছিলেন কেশব দত্ত। ১০ বছরের ব্যবধানে মোহন বাগানের খেলোয়াড় হিসেবে তিনি ৬ বার হকি লিগ জিতেছিলেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

NOTICE INVITING e-TENPER

NIeT No. F.23(135)-Agri(FM)/2021-22/1466. Dated: 01-07-2021

On behalf of Govt of Tripura, the Department of Agriculture & Farmers Welfare invites an e-Tender in two-bid system (Technical & Financial) from the bonafied manufactures or their authorized dealers upto 16:00 Hrs of 22-07-2021 for **"Supply of 60000 Ltrs Liquid Consortia Bio-fertilizer during the year 2021-22".**

- Estimated Tender Value : - Rs. **64,80,000/-**
- EMD :- Rs. 1,29,000/-
- Tender Fee :- Rs. 5,000/-
- Bid submission end date & time:- 22-07-2021 16:00 Hrs

For details visit website www.tripuratenders.gov.in.

***Sd/-* (Dr. D.P.Sarkar)**
Director of Agriculture
Tripura

ICA-C-1268/2021-22

মঙ্গলবারের মতো বুধবারও চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলন প্রতিহত করেছে পুলিশ। ছবি নিজস্ব।

তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন গ্রামে বন্য হাতির তান্ডব বাড়ি ঘর ভাঙ্চুর, অতিষ্ট এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুলাই।। বনে খাদ্যাভাবের কারণে বন্য দাঁতাল হাতির দল লোকালয়ে চলে আসছে। আর এই দাঁতালের দল প্রায় প্রতিনিয়ত বাড়ি-ঘর; গাছ-গাছালি ধ্বংসের খেলায় মেতেছে।বন্য দাঁতালের তাণ্ডবে দিশেহারা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে মধ্য-কৃষ্ণপুর; উওর-কৃষ্ণপুর; দক্ষিণ-কৃষ্ণপুর; উত্তর মহারানী; অফিসটিলা;কপালী টিলা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা গুলি।

বুধবার ও বণ্য দাঁতাল হাতির দল সন্ধ্যা রাত্রি থেকেই তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে অফিস টিলা এলাকার বিভিন্ন স্থানে ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠে। এলাকার বেশ কয়েকজন বাসিন্দার বাড়িঘর, বসতঘর ধ্বংস করে দেয়। জানা যায়, বিগত ৫-৬ বছর যাবত বন্য দাঁতাল হাতির দল তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনে মাইগঙ্গা, অফিসটিলা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা গুলিতে মানুষজনের বাড়িঘর, কৃষিজ ফসল নষ্ট করছে। এলাকাবাসীরা দীর্ঘদিন যাবত চাইছে বনদপ্তর যেন হাতির সমস্যা নিরসনে স্থায়ী সমাধান করে দেয়। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে হাতির সমস্যা নিরসনে ব্যার্থ তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর। যদিও দিনরাত হাতি তাড়ানোর কাজে ব্যাস্ত রয়েছে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীনস্থ এ.ডি.এস টিম এবং হাতি তাড়ানোর কাজে নিযুক্ত গ্রামীণ এলাকার ভলান্টিয়াররা। কিন্তু তাদের পক্ষে হাতির আক্রমণ থেকে সহজ সরল অসহায় গ্রামবাসীদের রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠেনা কর্মী স্বল্পতার কারণে। এলাকাবাসীরা চাইছে হাতি প্রবণ এলাকাগুলিতে আরো বেশি করে ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হোক।এদিকে গ্রামীণ এলাকার মহিলারা জানায়,, আমরা গরিব মানুষ। আমরা সাড়া দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে রাতের বেলায় ছেলে-মেয়ে নিয়ে যে শান্তিতে বসবাস করবো তার জো নেই। রাত হলেই হাতির দল আক্রমণ চালায় বিভিন্ন এলাকায়।অন্যদিকে আরেক মহিলা অভিযোগ করে জানায়,, হাতির দল যে বাড়িঘর, সব্জি ক্ষেত ইত্যাদি জিনিস নষ্ট করে তার জন্য ক্ষতিপূরণের আশায় বনদপ্তরের কাছে দু''বার করে বিভিন্ন কাগজপত্র জমা দিয়েছিলেন।কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি সাহায্যে উনার কপালে জোটেনি।তবে এ ব্যাপারে ফরেস্টার টুটুন দেবনাথের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করলেন, , এত কম ভলান্টিয়ার দিয়ে হাতি তাড়ানো সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা। তবু ও বনদপ্তর কর্মীদের সহায়তায় কোনরকমে হাতি তাড়ানো হয়।এখন এলাকার লোকজন চাইছে হাতির সমস্যা নিরসনে এলাকা গুলিতে আরো বেশি বেশি করে ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হোক। এবং হাতির সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হোক।

১১০ কোটি টাকার প্রকল্প পেল তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুলাই।। এ.ডি.বি অর্থাৎ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ১১০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প পেয়েছে তেলিয়ামুড়া পুরো পরিষদ। এই ১১০ কোটি টাকা ব্যায় করা হবে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ডে সৌন্দর্যায়ন এবং উন্নতিকল্পে। এরই অঙ্গ হিসাবে বুধবার তেলিয়ামুড়া পুরো পরিষদের প্রাক্তন পৌর পিতা নীতিন কুমার সাহা, ইঞ্জিনিয়ার এবং ১১ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রদীপ ধর সহ বিশেষজ্ঞদের এক প্রতিনিধি দল তেলিয়ামুড়া পুর এলাকার উন্নতি কল্পে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। তেলিয়ামুড়া শহরকে কিভাবে ঢেলে সাজানো যায় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বুধবারের এই পরিদর্শন।

তেলিয়ামুড়া পুর এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য তেলিয়ামুড়া সারদাময়ী বিদ্যাপীঠের পেছনে যে ক্যাম্পের মাঠ রয়েছে তাতে ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। সেই কারণে সেই জায়গাটি ও পরিদর্শন করা হয় বুধবার। তাছাড়া ডি.এম কলোনি এলাকা থেকে শিববাড়ি পর্যন্ত জাতীয় সড়কের ডান এবং বাম দিকে পাকা মজবুত ড্রেন নির্মাণ করা হবে। সেই কারণে এই জায়গাগুলো পরিদর্শন করা হয় বুধবার। এতে করে তেলিয়ামুড়া বাজারের যে ড্রেনের সমস্যা রয়েছে তা নির্মূল করা সম্ভব হবে।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া পুরো পরিষদের প্রাক্তন পৌর পিতা নীতিন কুমার সাহা বলেন,,, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের উন্নতিকল্পে এত বড়ো অঙ্কের টাকা তেলিয়ামুড়া পুরো পরিষদ এর আগে কখনো পাইনি।এই ১১০ কোটি টাকা দিয়ে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের যে মৌলিক চাহিদা গুলো রয়েছে সেগুলো পূরণ করার চেষ্টা করব। এখন স্পট ভেরিফিকেশন চলছে, আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে তেলিয়ামুড়া পুরো পরিষদ কে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে। তাছাড়া তিনি আরো বলেন,এক বছরের মধ্যে তেলিয়ামুড়ার যে চেহারা রয়েছে তা অনেকটাই বদলে যাবে। আগামী প্রজন্মের কাছে একটি সুস্থ তেলিয়ামুড়া, সুন্দর তেলিয়ামুড়া উপহার দিতে চলেছে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ। এর সমস্ত কৃতিত্বই তেলিয়ামুড়া বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এই প্রজেক্টের এক আধিকারিক জানান,,এ.ডি.বি থেকে যে নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হবে তেলিয়ামুড়ায় তার মধ্যে ওয়াটার সাপ্লাই ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, তেলিয়ামুড়া বাজার, বাজারের উন্নয়ন, ড্রেন ইত্যাদি বিষয় গুলোতে ইনক্লুড করার জন্য কোন কোন জায়গা গুলো উপযুক্ত সেই জায়গাগুলো বুধবার পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।

চিত্র সাংবাদিক দেবীপ্রসাদ ভৌমিকের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। চিত্রসাংবাদিক দেবীপ্রসাদ ভৌমিকের জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর অকাল প্রয়ানে গভীর শোকাহত আগরতলা প্রেস ক্লাব। রাজ্যের প্রখ্যাত চিত্রসাংবাদিক দেবীপ্রসাদ ভৌমিক আজ বিকেলে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যান। সে দীর্ঘদিন রাজ্যের বহুল প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে সুনামের সঙ্গে কাজ করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কের টেপানিয়ায় শাল গাছ ভেঙ্গে পড়ে যান চলাচল ব্যহত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। বুধবারের প্রবল বর্ষণে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কের টেপানিয়া ইকো পার্ক সংলগ্ন এলাকায় একাধিক শাল গাছ পড়ে রাস্তা ব্লক হয়ে যায়। বাগমা এলাকা সহ গোটা গোমতি ও দক্ষিণ জেলার সাথে সাময়িক কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে বন দপ্তরের কর্মীরা, উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায় সয়ং এবং উদয়পুর বিপর্যয় মোকাবেলা টিমের (ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম-ডি এম টি) কর্মীরা, রাস্তার উপর পড়ে থাকা গাছগুলো সরানোর কাজ করছেন। বনদপ্তর কর্মীরা ও বিপর্যয় মোকাবেলা কর্মীরা দ্রুততার সাথে গাছ কেটে জাতীয় সড়ক যান চলাচলের উপযুক্ত করে দেওয়ায় অফিস যাত্রীরা সঠিক সময়ে অফিসে যেতে পেরেছেন বলে যাত্রীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ থাকে যে টেপানিয়া এলাকার রাস্তার দু''ধারে একাধিক শালগাছ বিপদজনক অবস্থায় ছিল বারবার সংবাদের মাধ্যমে এ ঘটনাটি দপ্তরের নজরে আনার চেষ্টা করলেও দৃষ্টিপাত করেনি দপ্তর, যার ফলে বুধবারের অল্প বৃষ্টিতেই একাধিক গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।, আগরতলা থেকে সাব্রুম গামী এবং সাবরুম থেকে আগরতলা গামী কোনো যান যেতে পারছেন না, এখন দেখার বিষয় বাকি বিপদজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলির ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয় বনদপ্তর। নিত্য যাত্রীদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জাতীয় সড়কের উপর বিপদ জনক গাছ গুলি কাটার জন্য দাবি করেছেন।

১০ জলাই জাতীয় লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। আগামী ১০ জলাই রাজ্যে বসছে জাতীয় লোক আদালত। এই বছর জাতীয় লোক আদালতের শুনানি ভার্চুয়াল এবং হাইবিড পদ্ধতিতে হবে। রাজ্যের প্রায় সবকটি জেলায় আদালত চত্বরে লোক আদালত বসবে। মোট ৩৬টি কোর্টে ১১০৫টি মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। জাতীয় লোক আদালতে মোটর যান দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ, আপোষযোগ্য বিরোধ, এন আই অ্যাক্ট, কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ, ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ, বৈবাহিক বিরোধ, অন্যান্য দেওয়ানী সংক্রান্ত মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। লোক আদালতগুলিতে ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৫০৫টি মামলা, এম এ সি টি মামলা ১৬৮টি, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের ১১৮টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ১৪০টি মামলা, এন আই অ্যাক্টের ১৩৫টি মামলা, অন্যান্য দেওয়ানি সংক্রান্ত ৩২টি মামলা এবং কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ৭টি মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। আগামী শনিবার সকাল ১০টা শুরু হবে লোক আদালতের কাজ। আদালত চত্বরে করোনা অতিমারির জন্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধি নির্দেশিকাগুলি মানা হবে। আদালতের ভেতর এবং বাইরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। লোক আদালতে অংশ নিতে আসা সবার জন্যই মাস্ক পরিধান করা বাধ্যতামূলক। মামলার বাদী-বিবাদীদের নোটিশ ই-পরিষেবা, ভার্চুয়াল অথবা সরাসরি দেওয়া হয়েছে। লোক আদালতের পূর্বে ভিডিও কনফারেন্সিং, টেলি কনফারেন্সিং বা সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিরোধের আগাম নিপত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ওই সমাধান সূত্র অনুসারেই লোক আদালত রায় প্রদান করবে। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব স'য় ভ-চার্য দ্রত ও বিনা আইনী খরচে মামলা নিপত্তির সুবিধা সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিতে অনুরোধ করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এক বি'প্তির মাধ্যমে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১০ জলাই সকাল ১০টা থেকে আগরতলাস্থিত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ-র আদালত, পশ্চিম ত্রিপুরা পারিবারিক আদালত এবং পশ্চিম ত্রিপুরা চিফ জডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট'র আদালত চত্বরে ই-জাতীয় লোক আদালতের কাজ শুরু হবে। আদালতের কাজ চলবে বিকাল চারটা পর্যন্ত। ছয়টি লোক আদালত বা বে' বকেয়া মামলাগুলির নিপত্তির জন্য তোলা হবে।

কেন্দ্রকে ফের তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৭ জুলাই (হি. স.) : "রাজ্যের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র।" রাজ্য বাজেট পেশের পর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের বঞ্চনার অভিযোগে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, সারা দেশে অর্থনৈতিক সঙ্কোচন, এ রাজ্যে উৎপাদন বাড়ল, বাজেটের পর বললেন মমতা।

তৃতীয় তৃণমূল সরকারের প্রথম বাজেট পেশের পরই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ আনলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রীতিমতো হিসাব কষে বুঝিয়ে দিলেন কেন্দ্রের কাছ থেকে কত টাকা পাওনা রয়েছে রাজ্যের। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে কেন্দ্র।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৬০ হাজার কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত বাংলা। আমফানে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকারও বেশি। কেন্দ্রের কাছে আবেদন করে আমাদের টাকাই আমরা পেয়েছি।"

কোভিড টিকা, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি-সহ রাজ্যকে বঞ্চনার অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর কথায়, "রাজ্যকে ৬০ হাজার কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত করেছে কেন্দ্র। এখনও ৩৩ হাজার ৩১৪ কোটি টাকা পাই। এত বঞ্চনার পরও রাজ্যের জিডিপি বেড়েছে।" একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, "ইয়াসের ক্ষতিপূরণও মেলেনি। রাজ্যকে বঞ্চনা করা হয়েছে।"

কোভিড পরিস্থিতি নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "টিকা তো বাজারে এসে গিয়েছিল, দ্বিতীয় ঢেউ আসার আগে কেন দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হল না? এখন তো বিরোধী রাজ্যগুলিকে কম টিকা দেওয়া হচ্ছে।" একইসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, "কেন্দ্রীয় বাজেটে কোভিড টিকার জন্য ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এছাড়াও ছিল পিএম কেয়ারস। সেই টাকা কোথায় গেল?" কেন্দ্রকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পেট্রোপণ্যের দাম বাড়িয়ে প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা রোজগার করেছে কেন্দ্র। ৩ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি জনতার পকেট কেটে রোজগার করেছে কেন্দ্র। পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়লে সব কিছুরই দাম বাড়ে। শুধু মন্ত্রিসভার রদবদল করলেই হবে? এসব নিয়ে কিছু ভাবছে মোদি সরকার? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলা এগিয়ে, কেন্দ্র দেশের অর্থনীতিটাই শেষ করে দিয়েছে। কেন্দ্রের এত বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলা এগিয়ে।

কর আদায় নিয়েই চলছে মোদী সরকার ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই (হি.স.): পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ফের মোদী সরকারকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে বুধবার রাহুল টুইটারে লিখেছেন, 'কর আদায় নিয়েই চলছে মোদী সরকার।' অন্যদিকে, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এদিন বেঙ্গালুরুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস কর্মীরা। আটক করা হয় কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে।

পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বুধবার রাহুল টুইট করে লিখেছেন, 'আপনার গাড়ি হয়তো পেট্রোল অথবা ডিজেলে চলে, কিন্তু কর আদায় নিয়েই চলছে মোদী সরকার।' জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির জেরে ওষ্ঠাগত সাধারণ মানুষের প্রাণ। রাজনৈতিক নেতা থেকে সাধারণ মানুষ-সবাই কেন্দ্রকে দুষছে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বুধবার বেঙ্গালুরুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস কর্মীরা। সেই সময় কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিশ। কংগ্রেস বিধায়ক রিজওয়ান আরশাদ বলেছেন, '১০০ টাকার বেশি পেট্রোলের দাম, এটা মোদী সরকারের উপহার। মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও শিল্পের ক্ষতি হচ্ছে।'

৫.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে কাঁপল অসম, কম্পন উত্তরবঙ্গেও

গুয়াহাটি ও কলকাতা, ৭ জুলাই (হি.স.): তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য অসম। বুধবার সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ ৫.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় অসমের গোয়ালপাড়ায়। কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে সংলগ্ন মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গেও। ভূমিকম্প অনুভূত হয় উত্তরবঙ্গের বেশি কয়েকটি জেলায়। কোচবিহারে, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে কম্পন অনুভূত হয় বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ ৫.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় অসমের গোয়ালপাড়ায়। মেঘালয়ের টুরা থেকে ৭১ কিলোমিটার উত্তরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ২৬.১৫ অক্ষাংশ এবং ৯০.২৮ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের ১৪ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। ভূকম্পন টের পাওয়া গিয়েছে মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গেও। এদিনের ভূকম্পন ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ইউসুফ থেকে দিলীপ কুমার ছয় দশকের রাজত্বের অবসান

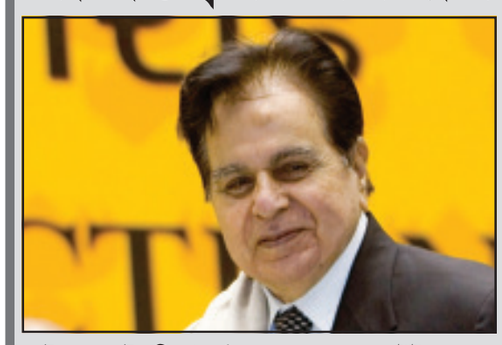

মুম্বই, ৭ জুলাই (হি.স.): তাঁর আসল নাম মহম্মদ ইউসুফ খান। জন্ম তৎকালীন ব্রিটিশ ভারত, বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পেশোয়ারে। একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯২২ সালের ১১ ডিসেম্বর। মহম্মদ ইউসুফ হয়ে উঠেছিলেন হিন্দি চলচ্চিত্রের এক যুগনায়ক দিলীপ কুমার। অবসান হল দীর্ঘ ছয় দশকের রাজত্বের। না-ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন ''ট্র্যাজেডি কিং'' দিলীপ কুমার।

পেশোয়ারে বাবা লালা গোলাম সারওয়ার ও মা আয়েশা বেগমের কোলে বড় হয়ে উঠেছিলেন দিলীপ কুমার। বাবা ছিলেন ফল ব্যবসায়ী। ১৯৩০ সালে পরিবার নিয়ে মুম্বইয়ে চলে আসেন তাঁরা। কর্মজীবনের শুরুতে দিলীপ কুমার ছিলেন ক্যান্টিন মালিক, পাশাপাশি শুকনো ফল সরবরাহকারী। ১৯৪৪ সালে 'জোয়ার ভাটা' ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ। ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে যথাক্রমে 'জুগনু' ও 'শহিদ' সিনেমা বাণিজ্যসফল হওয়ার পর আর পিছন ফিরে তাকাননি। ১৯৭৬ পর্যন্ত চুটিয়ে অভিনয় করেন। কয়েক বছর বিরতির পর আবার পুরোদমে। ১৯৯৮ সালে তাঁর শেষ ছবি 'কিলা'।

দিলীপ কুমার অভিনীত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছবির মধ্যে রয়েছে ''শবনম'', ''আন্দাজ'', ''বাবুল'', ''দিদার'', ''অমর'', ''দেবদাস'', ''মধুমতি'', ''মুঘল-ই-আজম'', ''গঙ্গা যমুনা'', ''রাম অর শ্যাম''। দিলীপ কুমারের আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ 'দ্য সাবস্ট্যান্স অ্যান্ড দ্য শ্যাডো' এক আশ্চর্য জীবনের আলেখ্য। দীর্ঘ অভিনয় জীবনে লক্ষ লক্ষ মানুষের মন যেমন জয় করেছেন, তেমনই পুরস্কার পেয়েছেন অগণিত। হিন্দি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সেরা এই অভিনেতা 'ফিল্মফেয়ার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার' পেয়েছেন আট বার। ১৯৯৩ সালে সম্মানিত হয়েছেন 'ফিল্মফেয়ার আজীবন সম্মাননা'-য়। ১৯৯৪ সালে পেয়েছেন 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার'। ভারত সরকার তাঁকে ১৯৯১ সালে 'পদ্মভূষণ' এবং ২০১৫ সালে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে সম্মানিত করে।

বাড়ি ফেরা আর হল না, মুম্বইয়ের পি ডি হিন্দুজা হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা দিলীপ কুমার। বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জীবনাবসান হয়েছে দিলীপ কুমারের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। মৃত্যুর সময় তাঁর পাশে ছিলেন স্ত্রী সায়রা বানু। স্বামীর প্রয়াণে অনেকটাই একা হয়ে গেলেন সায়রা বানু। এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ সান্তাক্রুজের জুহু কবরস্তানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

দীর্ঘদিন ধরেই বয়সজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন দিলীপ কুমার। শ্বাসকষ্ট হওয়ার দরুণ গত ৩০ জুন হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় দিলীপ কুমারকে। গত মাসে দু-দু''বার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে এই শ্বাসকষ্টের জন্যেই। সেবারও হিন্দুজা হাসপাতালেই ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সুস্থ হয়ে বাড়িও ফিরেছিলেন। কিন্তু, এবার বাড়ি ফেরা আর হল না, চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন দিলীপ কুমার। এদিন সকালে চিকিৎসক জলিল পারকার জানিয়েছেন, বর্ষীয়ান অভিনেতা দিলীপ কুমার সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। হাসপাতাল থেকে মুম্বইয়ের বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দিলীপ কুমারের মরদেহ।

দিলীপ কুমারের প্রয়াণে শোকের আবহ সমস্ত মহলে। দিলীপ কুমারের প্রয়াণে শোক ব্যক্ত করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবন পট্টনায়েক প্রমুখ।

রাষ্ট্রপতি : দিলীপ কুমারের শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি টুইট করে লিখেছেন, 'দিলীপ কুমার নিজের মধ্যে উদীয়মান ভারতের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে একটি যুগের অবসান হল। দিলীপসাহেব চিরকাল ভারতের হৃদয়ে থাকবেন। তাঁর পরিবার ও অগণিত অনুরাগীদের সমবেদনা।'

প্রধানমন্ত্রী : শোক-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'দিলীপ কুমারজি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাজ বহু প্রজন্মকে বিমোহিত করেছে। তাঁকে একজন সিনেম্যাটিক কিংবদন্তী হিসেবে স্মরণে রাখবে দেশ। তাঁর চলে যাওয়ায় আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। ওঁর পরিবার, পরিজন এবং ভক্তদের প্রতি আমার সমবেদনা।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় : মমতা টুইটারে লিখেছেন, 'সিনেমা জগতের বৈগ্রাহিক ব্যক্তিত্ব দিলীপ কুমারের মৃত্যুতে শোকাহত। তাঁর অভিনয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মর সিনেমা প্রেমীদেরও মনে গেঁথে থাকবে। আমার আন্তরিক সমবেদনা সায়রা বানুকে।'

বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা দিলীপ কুমারের প্রয়াণে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছে ইমরান খান সরকার। শোকবার্তা জানিয়েছেন, আজ ভূ-ভারত যতটা শোকাহত, ঠিক ততটাই শোকের ছায়া নেমে এসেছে পাকিস্তানের পেশোয়ারে। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জানিয়েছেন, ''আজ গভীরভাবে শোকাহত। কোনও দিন ভুলব না প্রয়াত মাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে পাকিস্তানের এক ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য তিনি যেভাবে ত্রাণ জোগাড় করেছিলেন। গোড়ার দিকে ১০ শতাংশ ত্রাণ জোগাড় করতে গিয়ে বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু ওঁর সহায়তাতেই পরে পাকিস্তান ও লন্ডন থেকে মোটা অঙ্কের ত্রাণ অনুদান আসে। আমাদের প্রজন্মে ভার্সেটাইল এবং সেরা অভিনেতা বলতে দিলীপ কুমারকেই স্মরণ করা হয়।''

১৯৩০ সাল নাগাদ বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে পেশোয়ারের বাড়ি ছেড়ে চলে আসা ইউসুফ ধীরে ধীরে বলিউডে পরিচিতি পান ''ট্র্যাজেডি কিং'', ''দ্য ফার্স খান'' হিসেবে। নওয়াজ শরীফের আমলে পাক-সরকার অভিনেতার পেশোয়ারের কিস্সা খাওয়ানি বাজারের বাড়িটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করেন। যা আজও ''হাউস অফ দিলীপ কুমার'' বলে পরিচিত। ১৯৮৮ সালে দিলীপ সাহেব একবার পাকিস্তানে গিয়েছিলেন নিজের পৈতৃকভিটে পরিদর্শনে। গিয়ে সেই মাটিতে চুম্বন করে আসেন। তার ৯ বছর পর পাকিস্তান সরকারের তরফে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ''নিশান-এ-ইমতিয়াজ''-এ ভূষিত করা হয় তাঁকে পাক-সরকারের তরফে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।